শ্রামণ-কর্তব্য

অনুবাদকঃ
শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাথের (রাজগুরু)
রাজ বিহার, রাঙ্গামাটি।

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Agrakirti Bhante

শ্রামণ—কর্তব্য

সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

০১। বুদ্ধ শাসনে পুত্রদান ---------- ০১
০২। পুত্রদানের ফল ---------- ০২
০৩। প্রব্রজ্যা প্রার্থনা ---------- ০২
০৪। কাষায়বস্ত্র দান ---------- ০২
০৫। কাষায়বস্ত্র প্রার্থনা ---------- ০৩
০৬। চীবর পরিধানার্থে প্রত্যবেক্ষণ করার নিয়ম ---------- ০৩
০৭। অশুভ কর্মস্থান দান---------- ০৩
০৮। কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা ---------- ০৪
০৯। প্রব্রজ্যা গ্রহণকারী শ্রামণের দশশীল প্রার্থনা ---------- ০৪
১০। ত্রিশরণ গমন গ্রহণ ---------- ০৫
১১। প্রব্রজ্যা গ্রহণকারী শ্রামণের দশশীল ---------- ০৭
১২। দশশীলের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ---------- ০৭
১৩। উপাধ্যায় গ্রহণ ---------- ১০

প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা

১৪। বর্তমান চীবর প্রত্যবেক্ষণ ---------- ১১
১৫। বর্তমান পিণ্ডপাত প্রত্যবেক্ষণ ---------- ১১
১৬। বর্তমান শয়নাসন প্রত্যবেক্ষণ ---------- ১২
১৭। বর্তমান গিলান প্রত্যবেক্ষণ ---------- ১৩
১৮। অতীত চীবর প্রত্যবেক্ষণ ---------- ১৩
১৯। অতীত পিণ্ডপাত প্রত্যবেক্ষণ ---------- ১৪

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

২০। অতীত শয়নাসন প্রত্যবেক্ষণ ----------১৫
২১। অতীত গিলান প্রত্যবেক্ষণ ----------১৬
২২। উক্ত প্রত্যবেক্ষণ সম্বন্ধে শ্রামণদের কর্তব্য ----------১৭
২৩। সামণের সিক্খা ----------১৮
২৪। । সামণের সিক্খা বঙ্গানুবাদ ----------২০

সেখিয়া ধম্মা

২৫। পরিমণ্ডল বগ্গো ----------২৪
২৬। উজ্জগ্ঘিক বগ্গো ----------২৫
২৭। খম্ভকত বগ্গো ----------২৭
২৮। সক্কচ্চ বগ্গো ----------২৯
২৯। কবল বগ্গো ----------৩১
৩০। সুরু সুরু বর্গ ----------৩৩
৩১। পাদুকা বগ্গো ----------৩৪
৩২। কুমার প্রশ্ন ----------৩৮
৩৩। দস ধম্ম সুত্তং ----------৪১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৩৩। চতুর্দশ প্রকার খন্ধক ব্রত ----------৪৬
৩৪। প্রশ্নোত্তরে শ্রামণ-কর্তব্য ----------৫০
৩৫। মহাস্থবির শীলবংশের উপদেশাবলী ----------৭২
৩৬। দৈনিক চরিত্র সংগ্রহ ----------৮২
৩৭। কুলদুষক কর্ম ----------৮৮

আশীষ বাণী

নিজের পাপমল প্রক্ষালন বা ত্যাগ করার নামই প্রব্রজ্যা। সংসার কারাগার সদৃশ, প্রব্রজ্যাজীবন উন্মুক্ত আকাশের ন্যায়। পার্থিব জীবনের অগণিত দুঃখ-তাপ হতে মুক্তির অন্যতম উৎকৃষ্ট উপায় হলো প্রব্রজ্যা। মুক্তিকামীগণ জগতের বিষাক্ত পরিবেশ (লোভ, হিংসা, অজ্ঞানতা) থেকে মুক্ত হবার তাগিদে ধন-জন, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে নিবৃত্তির সন্ধানে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে থাকেন। প্রব্রজিতদেরকে মনে রাখতে হবে হীন পন্থা অবলম্বনে শ্রেষ্ঠ বস্তু লাভ হয় না, শ্রেষ্ঠ পন্থা অবলম্বনেই শ্রেষ্ঠ বস্তু লাভ হয়। বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা লাভ অমৃতপান তুল্য। তাই কাম্য হীন সুখ পরিত্যাগ করে তাদেরকে ধ্যান, মার্গ, ফল, নির্বাণ সুখ অন্বেষণে তৎপর হতে হবে। সহনশীলতা, অল্পাহার, ব্রহ্মচর্য (জীবনের বিনিময়ে হলেও শীল ভঙ্গ না করা) পালন এবং বাহুল্য বর্জন করতে হয়। এভাবে তারা বুদ্ধের মহান ত্যাগের অনুসারী হয়ে নৈর্বাণিক সুখ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। তারা কাম, রূপ, বেদনা পরিত্যাগ করতঃ আসক্তিহীন, বিদ্বেষহীন সম্পূর্ণ প্রাজ্ঞ হয়ে অপ্রমেয় সুখের অধিকারী হয়ে থাকেন।

প্রব্রজ্যা লাভ তারই সার্থক যার শীল সুনির্মল থাকে। কারণ জিনশাসনে প্রব্রজিতদের শীলই জীবন। শীলে প্রতিষ্ঠিত থাকলে তবেই তারা সংসারে তৃষ্ণারূপ জটা ছেদনে সমর্থ হয়। শীলবান ব্যক্তির প্রব্রজ্যা জীবন সুখকর হয়। অন্যদিকে বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত অবস্থায় শতবৎসর বেঁচে থাকলেও শীল পালনে পরাঙ্মুখ হলে সে

নির্বাণগামী হয়। তজ্জন্য প্রব্রজিত মাত্রেই তাদের আচরণীয় শীল বা বিনয় সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ বিনয় জানা না থাকলে কিরূপে তা পালন করবে? সুতরাং বিশুদ্ধ জীবন যাপনের জন্য বিনয়ের পঠন–পাঠন ও চর্চার কোন বিকল্প নেই।

বুদ্ধের জীবদ্দশায় তাঁর উপদেশসমূহ কোন পুস্তক আকারে রচিত হয় নাই। কারণ তখনকার সময়ে পুস্তক রচনা করার প্রচলন ছিল না; সে সময়কে বলা হয় শ্রুতির যুগ। তখন শ্রুতির মাধ্যমে গুরু পরম্পরায় মুখে মুখে শাস্ত্রাদি শিক্ষা করত। বুদ্ধের শিষ্যগণও ব্যতিক্রমী ছিল না। তাঁরাও 'এবং মে সুতং'– এরূপ শ্রুতির মাধ্যমে বুদ্ধের বাণীসমূহ বারে বারে আবৃত্তি, কণ্ঠস্থ করে দীর্ঘকাল পর্যন্ত প্রচলিত রেখে যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। বুদ্ধের পরিনির্বাণের প্রায় ৪৫০ বৎসর পরে বুদ্ধের বাণীসমূদয়কে তালপত্রে পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। বর্তমানে সে সকল পুস্তকসমূহ অমূল্য সম্পদ স্বরূপ এবং বৌদ্ধদের অতীব গৌরবের সামগ্রী। যেহেতু ঐ সকল পুস্তকাদিতে বুদ্ধের শিক্ষা, উপদেশ অক্ষতভাবে সংরক্ষিত রয়েছে।

অতএব (বর্তমান পুস্তকের যুগে) প্রত্যেক প্রব্রজিতগণের প্রধান কর্তব্য বিনয় বিষয়ক পুস্তক অধ্যয়ন করে বিনয়ের শিক্ষাপদ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে তা নির্ভুলভাবে চর্চা করা। প্রব্রজিতগণ বিনয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সংযমী হয়ে পাপের প্রতি লজ্জাশীল, ভয়শীল হয়ে লোকোত্তর মার্গে উন্নীত হওত নির্বাণ সুখের অধিকারী হতে পারে।

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)

নিদান

তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ তদীয় পিতা রাজা শুদ্ধোদন কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া রাজধানী কপিলাবস্তু নগরে পদার্পণের সপ্তম দিবসে বিশ সহস্র ভিক্ষুসংঘ সমভিব্যহারে রাজপ্রাসাদে গমন করিয়া আহার করিতে ছিলেন। সেই সময় রাহুল মাতা যশোধারা পুত্র রাহুলকে রাজ পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া বলিলেন, "বৎস, ঐ মহা ভিক্ষুসংঘের পুরোভাগে উপবিষ্ট মহাভিক্ষু তোমার পরম পিতা; তাঁহার নিকট গমন করিয়া পিতৃধন প্রার্থনা কর।" অতঃপর রাহুল বুদ্ধের নিকট গমন করিল এবং পিতৃস্নেহ প্রাপ্ত হইয়া সানন্দে বলিল, "হে মহান ভিক্ষু আপনার সুশীতল ছায়া পরম শান্তিপ্রদ। এবম্বিধ সম্ভাষণের পর রাহুল বুদ্ধের নিকট উপবেশন করিল।" ইতিমধ্যে বুদ্ধ ভোজনকৃত্য সমাপন করিয়া ভুক্তানুমোদন করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং পাত্র চীবর ধারণ করিয়া বিহারের দিকে অগ্রসর হইলেন। রাহুল পিতৃধন প্রার্থনা করিয়া তাঁহার পশ্চাৎধাবন করিল। তখন বুদ্ধ চিন্তা করিলেন 'এই বালক পিতার লৌকিক সম্পদ প্রার্থনা করিতেছে, কিন্তু এ জগতে এখন আমার বলিতে কিছুই নাই। বিশেষতঃ লৌকিক সম্পদ মাত্রই সর্বদুঃখের আকর। ইহা মানুষকে অনন্ত দুঃখের হাতছানি দিয়া মহাদুঃখের রৌরবে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। সুতরাং আমি যেই ধনের ধনী সেই ধনই তাহাকে অর্পন করিব- আমি তাহাকে যাবতীয় দুঃখ রাশি বিমুক্ত লোকোত্তর মহাসম্পদে বিভূষিত করিব।

তথাগত তখন ধর্মসেনাপতি সারিপুত্রকে আহ্বান করিয়া সুমধুর ব্রহ্মস্বরে বলিলেন, "আয়ুষ্মান সারিপুত্র, রাহুলকে তোমার

উপাধ্যায়ত্বে শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষিত কর।" তখন আয়ুষ্মান সারিপুত্র রাহুলকে প্রব্রজ্যা দান করিয়া শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষিত করিলেন।

এইরূপে গৌতম বুদ্ধ স্বীয় প্রিয়পুত্রকে শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষিত করিয়া লোকোত্তর সম্পত্তি প্রদানের এক অত্যুজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ অনুস্মরণ করিয়া প্রত্যেক বৌদ্ধও আপন পুত্রগণ নির্দিষ্ট বয়স অতিক্রম করিলে, তাহাদিগকে প্রব্রজিত করাইয়া বুদ্ধ শাসনের পরম জ্ঞাতি হিসেবে আপনাকে পরিচয় দান করিতে পারেন।

পুত্রের পিতামাতাগণ একান্ত মনে পুত্রগণকে প্রব্রজ্যা দান করাইয়া পরম আত্মীয়রূপে পরিগণিত হইলেও শ্রামণেরা বুদ্ধের প্রজ্ঞাপ্ত উত্তম পদ যথাযথ না জানিয়া সুষ্ঠুভাবে শ্রামণ্যধর্ম রক্ষা করিতে অপারগ হইতে পারে, কিন্তু মহান শ্রামণ্যফল ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবার নহে। বুদ্ধ প্রবর্তিত প্রব্রজ্যা গ্রহণের মাধ্যমে সংসার দুঃখ হইতে চির মুক্তির উপায় স্বরূপ শ্রামণগণের নিত্য প্রতিপালনীয় ব্রতের বুদ্ধ ভাষিত উত্তম নীতি বা বিধি-বিধান অত্র গ্রন্থে অনুলিখিত হইল।

তজ্জন্য বৌদ্ধ মাত্রেই এই নীতির অনুসারী হইয়া আদর্শ বৌদ্ধরূপে পরিচিত হইবে; এই প্রত্যাশায় 'শ্রামণ-কর্তব্য' অনুলেখনে প্রয়াসী হইলাম।

"সব্বে সত্তা সুখিতা ভবন্তু"

অনুলিখক

শ্রামণ-কর্তব্য

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স।

(সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধকে নমস্কার করিতেছি)।

প্রথম পরিচ্ছেদ

গ্রন্থারম্ভ

সাসনস্‌স চ লোকস্‌স বুড্‌ঢী ভবতু সব্বদা,
সাসনম্পি চ লোকঞ্চ দেবা রক্‌খন্তু সব্বদা।

সর্বদা বুদ্ধ শাসন ও জগতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হউক; দেবগণ সর্বদা বুদ্ধ শাসন ও জগত রক্ষা করুন।

বুদ্ধশাসনে পুত্রদান

বুদ্ধ শাসনের উন্নতিকল্পে ও পুত্রের মুক্তির হেতু উৎপাদনের নিমিত্ত শ্রদ্ধার সহিত স্বীয় ঔরসজাত পুত্রকে প্রব্রজিত করাইয়া দেওয়াকে পুত্রদান বলে। পুত্রদানের ফল লাভের আশায় শাসন প্রতিরূপ দেশের পিতা-মাতাগণ সপ্তাহ কাল সময়ের জন্য হইলেও আপন পুত্রকে প্রব্রজিত করাইয়া রাখেন। এই রীতি অবশ্যই জ্ঞানী ব্যক্তি দ্বারাই প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহাতে ঐহিক-পারত্রিক উভয় কালের বহুবিধ হিত সাধিত হয়। সুতরাং ইহা অপরিহার্য্য নীতি বলিয়া সমাজেও গ্রহণ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই রীতি মহামঙ্গল দায়ক। এই প্রব্রজ্যা দ্বারা ভবিষ্যত জন্মে চিরমুক্তির নিষ্ক্রমণ সংস্কার উৎপন্ন হয়।

পুত্রদানের ফল

কারে বিহারে ইধ জম্বুদ্বীপে খেত্তং করিত্বান তয়ো ন দ্বীপে মেরুপ্পমানম্পি দদেয্য দানং,কলং নগ্‌ঘন্তি পব্বজিতানিসংসন্তি।

বঙ্গার্থ :- যদি জম্বুদ্বীপ প্রমাণ বিহার নির্মাণ করিয়া উক্ত বিহারস্থিত ভিক্ষুসংঘকে পোষণের জন্য ত্রিমহাদ্বীপ (পূর্ববিদেহ, অপর গোয়ান, ও উত্তরকুরু) প্রমাণ ক্ষেত্রে ফসল উৎপাদন করান হয় এবং তাঁহাদিগকে সুমেরু পর্বত প্রমাণও দান দেওয়া যায়, তথাপি এই দানের পুণ্যফল প্রব্রজ্যা দানের ষোড়শ অংশের এক অংশ হয় না। বুদ্ধ শাসনের পুত্রদানের ফল যে কত মহান ও অসীম তাহা প্রত্যেকেই উক্ত শ্লোক পাঠে অবগত হইতে পারিবেন।

প্রব্রজ্যা প্রার্থনা

ওকাস অহং ভন্তে, পব্বজ্জং যাচামি।

দুতিযম্পি ..... ততিযম্পি।

বঙ্গানুবাদ :- প্রভো, অবকাশ প্রদান করুন, আমি প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিতেছে। (তিনবার)

কাষায়বস্ত্র দান

সব্ব দুক্খ নিস্‌সরণ নিব্বানং সচ্ছিকরণত্থায, ইমং কাসাবং গহেত্বা পব্বাজেথ, মং ভন্তে, অনুকম্পং উপাদায়। দুতিযম্পি..... ততিযম্পি।

বঙ্গানুবাদ :- ভদন্ত! সর্ববিধ দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ ও নির্বাণ সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুগ্রহপূর্বক এই কাষায় বস্ত্র গ্রহণ করিয়া

আমাকে প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষিত করুন। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার বলিবেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণকারী উত্তমরূপে তিনবার প্রার্থনা করিয়া দীক্ষাদানকারীর হস্তে ত্রিচীবর প্রদান করিবে।

কাষায়বস্ত্র প্রার্থনা

সব্ব দুক্খ নিস্সরণ নিব্বানং সচ্ছিকরণত্থায় এতং কাসাবং দত্বা পব্বাজেথ মং ভন্তে, অনুকম্পং উপাদায়।

দুতিযম্পি..... ততিযম্পি।

বঙ্গানুবাদ :- ভদন্ত! সর্ব দুঃখহীন নির্বাণ সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুগ্রহ পূর্বক এই কাষায় বস্ত্র প্রদান করিয়া আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও প্রার্থনা করিবে।

চীবর পরিধানার্থে প্রত্যবেক্ষণ করার নিয়ম

বন্ন-গন্ধ-রস-সম্পন্নং ইদং চীবরং অজিগুচ্ছনীয্যং, ইমং মম পূতিকাযং পতমানং অতিবিয জিগুচ্ছনীয্য ভাবং পাপুনিস্সতি।

বর্ণ-গন্ধ-রস-সম্পন্ন এই চীরব সৌন্দর্য্য বিমণ্ডিত কিন্তু ইহা আমার পূতিগন্ধময় শরীরের সংস্পর্শে অতিশয় দুর্গন্ধ ও ঘৃণিত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

অশুভ কর্মস্থান দান

অতঃপর দীক্ষাদানকারী আচার্য্য প্রব্রজ্যাগ্রহীতাকে বত্রিশ প্রকার অশুভ কর্মস্থানের মধ্যে পাঁচ প্রকার অশুভ ভাবনা অনুলোম-প্রতিলোম বশে মুখে মুখে শিখাইবেন। যথা-

কেসা-লোমা-নখা-দন্তা-তচো, তচো-দন্তা-নখা-লোমা-কেসা। উক্ত কর্মস্থান গ্রহণের পর চীবর প্রত্যবেক্ষণ মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অন্তর্বাস পরিধান করিবে, একখানা উত্তরাসঙ্গ

গায়ে দিবে এবং অপর উত্তরাসঙ্গ একাংশে স্থাপন করিয়া প্রব্রজ্যাশীল প্রার্থনা করিবে।

কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা

অত্থি ইমস্মিং কাযে- কেসা, লোমা, নখা, দন্তা, তচো, মংসং, নহারু, অট্‌ঠি, অট্‌ঠিমিঞ্জা, বক্কং, হদযং, যকনং, কিলোমকং, পিহকং, পপ্‌ফাসং, অন্তং, অন্তগুণং, উদরীযং, করীসং, মত্থলুঙ্গং, পিত্তং, সেম্হং, পুব্বো, লোহিতং, সেদো, মোদো, অস্‌সু, বসা, খেলো, সিঙ্ঘানিকা, লসিকা, মুত্ত'ন্তি।

কায়গতানুস্মৃতি ভাবনার উদ্দেশ্য হইল আমাদের শরীর যে উক্ত বত্রিশ প্রকার অশুচিপদার্থে গঠিত তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করা। এই দেহ অশুচিতার প্রতিচ্ছবি এবং উপাদানসমূহ পূতিগন্ধময়। এই সত্য বার বার অনুস্মরণ করিলে দেহের প্রতি আসক্তি কমিয়া যায়, মোহ ও অহংকারাদি বিদূরিত হয়। ইহা ধর্মজীবন গঠন ও যাপনের সহায়ক। এই সকল অশুচিপূর্ণ পদার্থ, যথা- কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, বৃক্ক, (মুত্রাশয়) হৃদপিণ্ড, যকৃৎ, ক্লোম, প্লীহা, ফুসফুস, বৃহদন্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র, উদর, বিষ্ঠা, মস্তিষ্ক, শ্লেষ্মা, পূজ, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, চর্বি, লালা, সিঙ্ঘাণক, গ্রন্থিতৈল ও মূত্র।

প্রব্রজ্যা গ্রহণকারী শ্রামণের দশশীল প্রার্থনা

ওকাস অহং ভন্তে, তিসরনেন সদ্ধিং পব্বজা সামণের দসসীলং ধম্মং যাচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথা মে ভন্তে। দুতিযম্পি.... ততিযম্পি।

বঙ্গানুবাদ :- প্রভো, অবকাশ করুন, আমি ত্রিশরণসহ প্রব্রজিত শ্রামণের দশশীল ধর্ম যাচ্ঞা করিতেছি, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে দশশীল প্রদান করুন। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার প্রার্থনা করিবে।

ভিক্ষু- **'যম্হং বদামি তং বদেহি (বদেথ)'**।

বঙ্গানুবাদ :- আমি যাহা বলিতেছি, তাহা বল।

এক ব্যক্তি হইলে **'বদেহি'** এবং একাধিক হইলে **'বদেথ'** বলিতে হইবে।

প্রব্রজ্যাপ্রার্থী শ্রামণ- **'আম ভন্তে।'**

বঙ্গানুবাদ :- হ্যাঁ প্রভো।

ভিক্ষু- **নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স।**

প্রব্রজ্যাপ্রার্থীও- **'নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স'** তিনবার বলিবে।

ত্রিশরণ গমন গ্রহণ

ভিক্ষু- **বুদ্ধম্ সরণম্ গচ্ছামি,**
ধম্মম্ সরণম্ গচ্ছামি,
সঙ্ঘম্ সরণম্ গচ্ছামি।

প্রব্রজ্যপ্রার্থী- **বুদ্ধম্ সরণম্ গচ্ছামি,**
ধম্মম্ সরণম্ গচ্ছামি,
সঙ্ঘম্ সরণম্ গচ্ছামি।

ভিক্ষু- **দুতিযম্পি- বুদ্ধম্ সরণম্ গচ্ছামি,**
দুতিযম্পি- ধম্মম্ সরণম্ গচ্ছামি,
দুতিযম্পি-সঙ্ঘম্ সরণম্ গচ্ছামি।

প্রব্রজ্যাপ্রার্থীও একইভাবে **'দুতিযম্পি'** বলিয়া বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ দ্বিতীয়বার গ্রহণ করিবে।

ভিক্ষু- **ততিযম্পি বুদ্ধম্ সরণম্ গচ্ছামি,**
ততিযম্পি ধম্মম্ সরণম্ গচ্ছামি,
ততিযম্পি সঙ্ঘম্ সরণম্ গচ্ছামি।

প্রব্রজ্যাপ্রার্থীও অনুরূপভাবে **'ততিযম্পি'** বলিয়া তৃতীয়বারের জন্য বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ তৃতীয়বার গ্রহণ করিবে।

ভিক্ষু- **তিসরণ গমনং পরিপুন্নং?**

প্রব্রজ্যা গ্রহণকারী শ্রামণ- **আম ভন্তে।**

বঙ্গানুবাদ :- বুদ্ধের শরণ লইতেছি,
ধর্মের শরণ লইতেছি,
সঙ্ঘের শরণ লইতেছি।

দ্বিতীয়বার বুদ্ধের শরণ লইতেছি,
দ্বিতীয়বার ধর্মের শরণ লইতেছি,
দ্বিতীয়বার সঙ্ঘের শরণ লইতেছি।

তৃতীয়বার বুদ্ধের শরণ লইতেছি,
তৃতীয়বার ধর্মের শরণ লইতেছি,
তৃতীয়বার সঙ্ঘের শরণ লইতেছি।

প্রব্রজ্যা গ্রহণকারী এভাবে তিনবার বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিলে ভিক্ষু বলিবেন- 'ত্রিশরণ গমন সম্পন্ন হইয়াছে'

শ্রামণ- 'হ্যাঁ ভন্তে' বলিয়া উত্তর করিবে।

প্রব্রজ্যা গ্রহণকারী শ্রামণের দশশীল

ত্রিশরণ গমন গ্রহণের পর ভিক্ষু নিম্নলিখিত দশশীল প্রদান করিবেন।

১। পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্‌খাপদং
২। অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্‌খাপদং
৩। অব্রহ্মচরিযা বেরমণী সিক্‌খাপদং
৪। মুসাবাদা বেরমণী সিক্‌খাপদং
৫। সুরা-মেরয-মজ্জ-পমাদট্‌ঠানা বেরমণী সিক্‌খাপদং
৬। বিকাল ভোজনা বেরমণী সিক্‌খাপদং
৭। নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসুকদস্‌সনা বেরমণী সিক্‌খাপদং
৮। মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডণ-বিভুসনট্‌ঠানা বেরমণী সিক্‌খাপদং
৯। উচ্চাসযন-মহাসযনা বেরমণী সিক্‌খাপদং
১০। জাতরূপ-রজত পটিগ্গহণা বেরমণী সিক্‌খাপদং

ইমানি পব্বজা সামণের দস সিক্‌খাপদানি সমাদিযামি।
দুতিযম্পি ...। ততিযম্পি।

দশশীলের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

১। হীন-মধ্যম-উৎকৃষ্ট, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, দৃশ্য-অদৃশ্য, হিংস্র-অহিংস্র, উৎপন্ন-অনুৎপন্ন (যাহা ডিম্বকের মধ্যে লুক্কায়িত আছে) প্রাণী মাত্রেরই হত্যা হইতে বিরত থাকা এবং প্রাণীহত্যার কারণ না হওয়া, প্রত্যেক প্রাণীর প্রতি দয়াভাব পোষণ করা হিত ও অনুকম্পাকারী হওয়া, এবং কোন প্রাণীকে দণ্ডাঘাত বা শস্ত্রাঘাত না করাই প্রথম শিক্ষাপদের শিক্ষা।

২। অন্যের স্থাবর-অস্থাবর দ্রব্যাদি এমন কি সামান্য সূত্রনাল পর্য্যন্ত চৌর্য্যচিত্তে গ্রহণ না করা, এই বিষয়ে অন্যকে উৎসাহিত না করা এবং পরের ক্ষতি ও পর-পীড়ন চিন্তা অন্তরে না করাই দ্বিতীয় শিক্ষাপদের শিক্ষা।

৩। তৃতীয় শিক্ষাপদ হইল অব্রহ্মচর্য্য হইতে বিরত থাকা। অব্রহ্মচর্য্য বলিতে হীনাচারণ বা দুই ব্যক্তির মধ্যে মৈথুন সেবন বা মৈথুন সেবন চেতনা বুঝায়। মৈথুন-বস্তুতে মিথ্যাচারও ইহার অন্তর্গত। এই মিথ্যাচারের চারিটি অঙ্গ আছে। যথা :-

(১) অগমনীয় বস্তু, (২) মৈথুন সেবন চিত্ত, (৩) মার্গে মার্গে প্রতিপাদন ও (৪) সেবনের আস্বাদ অনুভব করণ। সংক্ষেপে কামসেবা বা কামভোগ হইতে যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে বিরত তাঁহারই ব্রহ্মচারী।

পুরুষের পরস্ত্রী গমনে জন্মান্তরে স্ত্রীত্ব লাভ, পুরুষত্ব হানি ও অপুত্রক ইত্যাদি হইতে হয় এবং স্ত্রীলোক পর পুরুষ সংসর্গে ক্লীবতা ক্লিষ্টতা ও অপুত্রক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

৪। মিথ্যাবাক্য পরিহার করিয়া সত্যবাক্য বলা এই শীলের উদ্দেশ্য। বিভেদ-সৃষ্টিকারক কথা কর্কশবাক্য ও বৃথা বাক্যালাপ মিথ্যাবাক্যের অন্তর্গত। মিথ্যাকথা না বলার দরুণ লোক সত্যবাদী, সত্যসন্ধ, স্থির প্রতিজ্ঞ বিশ্বস্ত ও জগতে অবিসংবাদী হন। ভেদবাক্য না বলায় তিনি কলহকারীদের মধ্যে সন্ধি স্থাপয়িতা, উৎসাহদাতা, একতাপ্রিয়, একতারত এবং একতাভিলাষী হন এবং একতাকারক কথা বলেন। কর্কশবাক্য পরিহারের ফলে তিনি নির্দোষ, শ্রুতিমধুর, হৃদয়গ্রাহী, সদর্থপূর্ণ

এবং বহুজনপ্রিয় নাগরিক ভাষা ব্যবহার করেন। সম্প্রালাপ পরিহার করিয়া তিনি কালবাদী, ভূতবাদী, অর্থবাদী ও বিনয়বাদী হন এবং যথাসময় উপমা পরিচ্ছেদ ও অর্থসহ সারগর্ভ বাক্য বলেন।

৫। প্রমাদ পরায়ণ পঞ্চ প্রকারের সুরা (পিষ্টক বা অন্নাদি দ্বারা প্রস্তুত), মৈরেয় (পুষ্প ও ফলাসব), মদ্য, গাজা, অহিফেন, ভাঙ্ ইত্যাদি সর্বপ্রকার নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন হইতে বিরত থাকাই এই শীলের শিক্ষা।

৬। এই শীলের শিক্ষণীয় বিষয় হইল বিকাল ভোজন হইতে বিরত থাকা। বিকাল বলিলে মধ্যাহ্নের পর হইতে পরদিবস অরুণোদয়ের পূর্ব সময় পর্যন্ত বুঝিতে হইবে। এই সময়ের মধ্যে কোন খাদ্য, ভোজ্য, দুগ্ধ, সাগু, বার্লি ইত্যাদি খাইতে ও পান করিতে নিষেধ।

৭। নৃত্য-গীত-বাদ্য, গো-লড়াই, ভোজবাজী ইত্যাদি কৌতুকবহ দৃশ্যাদি দর্শন ও শ্রবণ হইতে বিরত থাকা এই শীলের শিক্ষাপদ।

৮। বিভূষণের কারণে মালা, গন্ধ ও বিলেপনাদি ধারণ-মণ্ডণ হইতে বিরত হওয়া এই শীলের শিক্ষাপদ।

৯। উচ্চশয্যা ও মহাশয্যা ব্যবহার হইতে বিরত থাকাই এই শীলের উদ্দেশ্য। খট্ট বা পর্যংকের উচ্চতা ঝলমের নিম্ন হইতে পায়া পর্যন্ত মধ্যম পুরুষের একহস্ত পরিমাণের অধিক উচ্চ আসন বুঝায়। মহাশয্যা বলিতে বিচিত্র সুসজ্জিত পর্যংক তোষকাদিসহ আরামদায়ক বিলাসময় শয্যা বা আসন বুঝায়। এই প্রকার মহার্ঘ ও আরামপ্রদ শয্যা বা আসন ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

১০। স্বর্ণ রৌপ্যাদি গ্রহণ না করাই এই শীলের উদ্দেশ্য। স্বর্ণ-রৌপ্য বলিতে যাবতীয় মুদ্রা, নোট ও বহুমূল্য প্রস্তর যাহা গ্রহণ করিয়া ক্রয়-বিক্রয় করা যায়, এইরূপ বস্তুও বুঝাইবে। কামভোগী গৃহীর ন্যায় শ্রামণদের ভোগবাসনা যাহাতে বৃদ্ধি না হয়, তজ্জন্য শীল পালন অবশ্য কর্তব্য।

এই শ্রামণের দশশিক্ষাপদসমূহ সম্পাদন করিতেছি। দ্বিতীয়বার ... ... তৃতীয়বার।

ভিক্ষু- **তিসরনেন সহ পব্বজ্জা সামণের দসসীলং ধম্মং সাধুকং সুরক্খিতং কত্বা অপ্পমাদেন সম্পাদেহি (সম্পাদেথ)।**

ত্রিশরণসহ প্রব্রজিত শ্রামণের দশশীল ধর্ম উত্তমরূপে অপ্রমাদের সহিত সম্পাদন কর। এক বচনে **'সম্পাদেহি'** বহু বচনে **'সম্পাদেথ'** বলিতে হইবে।

এইরূপে শীলদান ও গ্রহণ সমাপ্ত হইলে নব প্রব্রজিতকে উপাধ্যায় গ্রহণ করিতে হইবে।

উপাধ্যায় গ্রহণ

শ্রামণ- উপাজ্ঝাযো মে ভন্তে, হোহি!

দুতিযম্পি.....।

ততিযম্পি.....।

ভিক্ষু- পতিরূপং।

শ্রামণ- অহং ভন্তে সম্পটিচ্ছামি। দুতিযম্পি.... ততিযম্পি।

প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা

বর্তমান চীবর প্রত্যবেক্ষণ

পটিসংখা যোনিসো চীবরং পটিসেবামি, যাবদেব সীতস্‌স পটিঘাতায, উণ্‌হস্‌স পটিঘাতায ডংস-মকস-বাতাতপ-সিরিংসপ সম্ফস্‌সানং পটিঘাতায, যাবদেব হিরিকোপীনং পটিচ্ছাদনত্থং।

বঙ্গার্থ :- আমি প্রতিসম্প্রযুক্ত জ্ঞানে মনযোগ সহকারে চীবর পরিভোগ করিতেছি ইহা শুধু শীত-উষ্ণতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, দংশক, মশক, বাতাস, রৌদ্র এবং সরীসৃপ প্রভৃতির স্পর্শ ও দংশন নিবারাণার্থে এবং লজ্জাজনক স্থান আচ্ছাদনের জন্য পরিধান করিতেছি। পঞ্চ কামগুণ উৎপাদনের জন্য পরিধান করিতেছি না।

বর্তমান পিণ্ডপাত প্রত্যবেক্ষণ

পটিসংখা যোনিসো পিণ্ডপাতং পটিসেবামি, নেব দাবায, ন মদায, ন মণ্ডনায, ন বিভূসনায, যাবদেব ইমস্‌স কাযস্‌স ঠিতিযা যাপনায, বিহিংসুপরতিযা ব্রহ্মচরিযানুগ্গহায ইতি পুরাণঞ্চ বেদনং পটিহংখামি, নবঞ্চ বেদনং ন উপ্পাদেস্‌সামি, যাত্রা চ মে ভবিস্‌সতি অনবজ্জতা চ ফাসু বিহারো চা'তি।

বঙ্গার্থ :- আমি পিণ্ডপাত (যে আহার ভিক্ষাচরণ দ্বারা ভিক্ষুর পাত্রে পতিত হয় তাহা পিণ্ডপাত) অর্থসংযুক্ত জ্ঞানে অবহিত হইয়া ভৈষজ্যবৎ সেবন করিতেছি। উহা ক্রীড়া করণ (গ্রামস্থ বালকদের ন্যায়) উদ্দেশ্যে নহে, শক্তি (মুষ্ঠিযোদ্ধা, মল্লযোদ্ধাদির

মত) প্রদর্শনের জন্য নহে, মণ্ডণের (রাজান্তঃপুরিকা বা বারঙ্গনাদের ন্যায়) জন্য নহে, বিভূষণার্থ (নট-নর্তকাদির ন্যায়) নহে। বিশেষতঃ এই চারি মহাভৌতিক রূপকায়ের স্থিতি ও রক্ষার জন্য ক্ষুধা-রোগ নিবারণার্থ, ব্রহ্মচর্য্যের অনুগ্রহার্থ, পুরাতন ক্ষুধা-বেদনার বিনাশার্থ, অপরিমিত ভোজনের নব নব বেদনা অনুৎপাদনার্থ এই আহার গ্রহণ করিতেছি। হিতপরিমিত পরিভোগ দ্বারা আমার কায়ের যাত্রা চিরকাল চলিবে বা আমার চারি ঈর্য্যাপথে অবস্থানের অন্তরায় হইবে না। অধিকন্তু আমার অনবদ্যতা ও সুখবিহার বুদ্ধ প্রশংসিত পবিত্র ও নিরাপদ অবস্থিতি হইবে।

এই স্থলে মোহের হেতু বিনাশের জন্য দাবা বা ক্রীড়া, মোহের হেতু বিনাশের জন্য মদ এবং রাগের হেতু বিনাশের জন্য মণ্ডণ ও বিভূষণ বলা হইয়াছে। তবে দাবা ও মদ স্বীয় সংযোজন এবং মণ্ডণ ও বিভূষণ পরসংযোজন নিষেধার্থে গৃহীত হইয়াছে। উক্ত চারি বিষয় কামসুখানুরক্তি পরিবর্জনের জন্যই কথিত হইয়াছে।

এই অধ্যায়ে মধ্যম প্রতিপদার অবস্থাই প্রকাশিত হইয়াছে।

বর্তমান শয়নাসন প্রত্যবেক্ষণ

পটিসংখা যোনিসো সেনাসনং পটিসেবামি যাবদেব সীতস্‌স পটিঘাতায, উণ্‌হস্‌স পটিঘাতায, ডংস, মকস, বাতাতপ, সিরিংসপ সম্ফস্‌সানং পটিঘাতায, যাবদেব উতু পরিস্‌সায বিনোদনং পটিসল্লানরামত্থং।

বঙ্গার্থ :- সজ্ঞানে মনযোগ সহকারে স্মরণ করিতে করিতে শয্যা ও আসন গ্রহণ করিতেছি। আমি যে শয্যা ও আসন গ্রহণ করিতেছি, তাহা কেবলমাত্র শীত ও উষ্ণতা নিবারণের জন্য দংশক, মশক, বায়ু, রৌদ্র সরীসৃপ প্রভৃতির স্পর্শ ও দংশন নিবারণের জন্য এবং ঋতুর উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কর্মস্থান বিবেক বা একাগ্রতা সাধনের জন্য আমার এই শয্যা ও আসন গ্রহণ। ইহা আলস্য বা নিদ্রাভিভূত হইয়া অনর্থক কাল হরণের জন্য নহে।

বর্তমান গিলান প্রত্যবেক্ষণ

পটিসংখা যোনিসো গিলানপচ্চয ভেসজ্জ পরিক্খারং পটিসেবামি, যাবদেব উপ্পন্নানং বেয্যাব্যাধিকানং বেদনানং পটিঘাতায, অব্যাপজ্জ পরমতাযাতি।

বঙ্গার্থ :- আমি প্রতিসম্প্রযুক্তজ্ঞানে গ্লান-প্রত্যয় ভৈষজ্য পরিষ্কার বা রোগ উপশমের ঔষধ সেবন করিতেছি, বিশেষতঃ উৎপন্ন ব্যাধির বেদানসমূহ ধ্বংস করিবার জন্য ও পরম নিরাময় লাভের জন্য এই ঔষধ প্রত্যয় পরিভোগ করিতেছি।

অতীত চীবর প্রত্যবেক্ষণ

মযা' পচ্চবেক্খিত্বা অজ্জ যং চীবরং পরিভুত্তং তং যাবদেব সীতস্স পটিঘাতায, উণ্হস্স পটিঘাতায ডংস-মকস-বাতাতপ-সিরিংসপ সস্ফস্সানং পটিঘাতায, যাবদেব হিরিকোপীনং পটিচ্ছাদনত্থং। যথা পচ্চযং পবত্তমানং ধাতুমত্তমেবেতং যদিদং

চীবরং তদুপভুঞ্জকো চ পুগ্গলো ধাতুমত্তকো নিস্সত্তো নিজ্জীবো সুঞ্ঞো সব্বানি পন ইমানি চীবরানি অজিগুচ্ছনীযানি ইমং পূতিকাযং পত্বা অতিবিয জিগুচ্ছনীযানি জাযন্তি।

বঙ্গার্থঃ- আমি অদ্য প্রত্যবেক্ষণ না করিয়া যে চীবর পরিভোগ করিয়াছি তাহা শুধু শৈত্য ও উষ্ণতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, দংশক, মশক, বায়ু, রৌদ্র, সরীসৃপ প্রভৃতির স্পর্শ ও দংশন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, বিশেষ করিয়া লজ্জা নিবারণের জন্য এই চীবর পরিধান করিয়াছি। আমি এই চীবর পঞ্চকামগুণ উৎপন্ন করিবার জন্য পরিভোগ করি নাই। এই চীবর সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে কিন্তু ইহা একটি ধাতুর সমষ্টি মাত্র। (তদ্রুপ চীবর পরিভোগকারী শরীরও কোন সত্ত্ব বা জীব নহে। ইহাও একটি ধাতুর সমষ্টি মাত্র) ইহাতে সত্ত্ব বা জীবাদি কিছুই নাই। সুতরাং ইহা শূন্যবৎ। এই চীবর এখন সুন্দর বর্ণসম্পন্ন ও মনোরম, কিন্তু এই দুর্গন্ধময় পূতিযুক্ত দেহের সংস্পর্শে ঘৃণিত দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে।

অতীত পিণ্ডপাত প্রত্যবেক্ষণ

মযা' পচ্চবেক্খিত্বা অজ্জ যো পিণ্ডপাতো পরিভুত্তো নেব দাবায, ন মদায, ন মণ্ডনায, ন বিভূসনায, যাবদেব ইমস্স কাযস্স ঠিতিযা যাপনায, বিহিংসুপরতিযা ব্রহ্মচরিযানুগ্গহায ইতি পুরাণঞ্চ বেদনং পটিহংখামি, নবঞ্চ বেদনং ন উপ্পাদেস্সামি, যাত্রা চ মে ভবিস্সতি অনবজ্জতা চ ফাসু বিহারো চা'তি। যথা পচ্চযং পবত্তমানং ধাতুমত্তমেবেতং যদিদং পিণ্ডপাতো

তদুপভুঞ্জকো চ পুগ্গলো ধাতুমত্তকো নিস্সত্তো, নিজ্জীবো সুঞ্ঞো সব্বোপনাযং পিণ্ডপাতো অজিগুচ্ছনীযো ইমং পূতিকাযং পত্বা অতিবিয জিগুচ্ছনীযো জাযতি।

বঙ্গার্থ :- আমি ভুলবশে প্রত্যবেক্ষণ না করিয়া যেই অন্ন পরিভোগ করিয়াছি তাহা ক্রীড়া করিবার জন্য নহে, মত্ততার জন্য নহে, মণ্ডণের জন্য নহে এবং বিভূষণের জন্যও নহে। বিশেষ করিয়া এই শরীর ঠিকভাবে রক্ষার জন্য, ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার জন্য, পুরাতন রোগ বা ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য নূতন ক্ষুধা বা রোগ উৎপন্ন না হইবার জন্য এবং নির্বিঘ্নে ও নিরাময়ে অবস্থান করিবার জন্য এই পিণ্ডপাত পরিভোগ করিয়াছিলাম। বর্তমানে যদিও এই আহার সুন্দর ও সুস্বাদু বলিয়া মনে হইতেছে, ইহা ধাতুরই একটি সমষ্টি মাত্র। ইহাতে পরিভোগকারী ব্যক্তি, সত্ত্ব বা জীব বলিয়া কিছুই বিদ্যমান নাই, শুধু নিঃসত্ত্ব নির্জীব এবং শূন্য মাত্র। এখন এই আহার সুন্দর ও মনোরম মনে হইলে ও এই দুর্গন্ধ ও পূতিময় শরীরের সংস্পর্শে ইহা অত্যন্ত দুর্গন্ধে ও অশুচিতে পরিণত হইবে।

অতীত শয়নাসন প্রত্যবেক্ষণ

মযা' পচ্চবেক্খিত্বা অজ্জ যং সেনাসনং পরিভুত্তং তং যাবদেব সীতস্স পটিঘাতায, উণ্হস্স পটিঘাতায, ডংস, মকস, বাতাতপ, সিরিংসপ সম্ফস্সানং পটিঘাতায, যাবদেব উতু পরিস্সায বিনোদনং পটিসল্লানারামত্থং। যথা পচ্চযং পবত্তমানং ধাতুমত্তমেবেতং যদিদং সেনাসনং তদুপভুঞ্জকো চ পুগ্গলো ধাতুমত্তকো নিস্সত্তো নিজ্জীবো সুঞ্ঞো সব্বানি পন ইমানি

সেনাসানানি অজিগুচ্ছণীযানি ইমং পূতিকাযং পত্বা অতিবিয জিগুচ্ছণীযানি জাযন্তি।

বঙ্গার্থ :- আমা কর্তৃক অদ্য প্রত্যবেক্ষণ না করিয়া যেই শয়নাসন পরিভোগ করা হইয়াছে তাহা শীতাতপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দংশক, মশক, বাতাস, রৌদ্র ও সরীসৃপ প্রভৃতির স্পর্শ ও দংশন নিবারণের জন্য, বিশেষতঃ ঋতুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া নীরব ধ্যানসুখে অতিবাহিত করিবার জন্য এই শয়নাসন পরিভোগ করিয়াছি।

যদিও বর্তমান এই শয্যাসন সুন্দর ও মনোরম বলিয়া মনে হইতেছে ইহা ধাতু সমষ্টি মাত্র। অপিচ আমার এই শরীর পরিভোগকারীও কোন সত্ত্ব বা জীব নহে, ইহাও একটি ধাতুর সমষ্টি মাত্র। এই শয্যাসন এখন সুন্দর ও মনোরম হইলেও এই দুর্গন্ধ ও পূতিময় শরীরে সংস্পর্শে অত্যন্ত দুর্গন্ধ ও অশুচিতে পরিণত হইবে।

অতীত গিলান প্রত্যবেক্ষণ

মযা' পচ্চবেক্খিত্বা অজ্জযো গিলান পচ্চযো ভেসজ্জ পরিক্খারো পরিভুত্তো সো যাবদেব উপ্পন্নানং বেয্যাব্যাধিকানং বেদনানং পটিঘাতায, অব্যাপজ্জ পরমতাযাতি। যথা পচ্চযং পবত্তমানং ধাতুমত্তমেবেতং যদিদং গিলান পচ্চযো ভেসজ্জ পরিক্খারো তদুপভুঞ্জকো চ পুগ্গলো ধাতুমত্তকো নিস্সত্তো নিজ্জীবো সুঞ্ঞো সব্বোপনাযং গিলান পচ্চযো ভেসজ্জ পরিক্খারো অজিগুচ্ছণীযো ইমং পূতিকাযং পত্বা অতিবিয জিগুচ্ছণীযো জাযতি।

বঙ্গার্থ :- আমা কর্তৃক অদ্য প্রত্যবেক্ষণ না করিয়া যেই ভৈষজ্য বস্তু পরিভোগ করা হইয়াছে, তাহা কেবল মাত্র বিবিধ দুঃখদায়ক উৎপন্ন বেদনাসমূহ বিনাশ হইয়া নিরাময় হইবার জন্য। যদিও এই ভৈষজ্য বর্তমানে সুন্দর ও মনোরম বলিয়া মনে হইতেছে, ইহা ধাতুর সমষ্টি মাত্র। ইহা পরিভোগকারী পুদ্গলও ধাতুর সমষ্টি মাত্র নিঃসত্ত্ব, নির্জীব এবং শূন্যবৎ। এই সমস্ত গিলান প্রত্যয় ও ভৈষজ্য অঘৃণিত বলিয়া মনে হইলেও এই দুর্গন্ধ ও পূতিময় শরীরের সংস্পর্শে আসিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধ ও অশুচিতে পরিণত হইবে।

উক্ত প্রত্যবেক্ষণ সম্বন্ধে শ্রামণদের কর্তব্য

শ্রামণ মাত্রেই যে কোন সময়ে চীবর পরিধান, গায়ে দেওয়া ও রুম করিবার সময় 'বর্তমান চীবর প্রত্যবেক্ষণ' খাদ্য ভোজ্য পরিভোগ করিবার সময় 'বর্তমান পিণ্ডপাত প্রত্যবেক্ষণ' শয়ন ও উপবেশন করিবার সময় 'বর্তমান শয়নাসন প্রত্যবেক্ষণ' জল, সরবত, পান, তামাক ও ঔষধাদি পরিভোগ করিবার সময় 'বর্তমান গিলান প্রত্যবেক্ষণ' ভাবনা করিতে হয়। পুনঃ সূর্যোদয়ের পূর্বে একবার, মধ্যাহ্ন আহারের পর একবার এবং সন্ধ্যায় বন্দনার সময় আর একবার 'অতীত প্রত্যবেক্ষণ' চতুষ্টয় ভাবনা করিতে হয়। যেই শ্রামণ উক্ত নিয়মে বর্তমান ও অতীত প্রত্যবেক্ষণগুলি ভাবনা না করেন তাহাদের পক্ষে উক্ত পরিভোগ চুরি ও ঋণ পরিভোগের ন্যায় হয়। যথাবিধানমতে উক্ত প্রত্যবেক্ষণ অষ্টক ভাবনা করিলে লোভ ধ্বংস হইবার হেতু উৎপন্ন হয়। সুতরাং এই প্রত্যবেক্ষণ সমূহ ঠিক সময়ে ভাবনা করা প্রত্যেক শ্রামণেরই একান্ত অপরিহার্য্য কর্তব্য। এই প্রত্যবেক্ষণ ভিক্ষুগণেরও সমভাবে প্রযোজ্য।

সামণের সিক্খা

১। সীলাদি রচিতং গন্ধমাদি সিক্খং সমাসতো,
বক্খামি সামণেরানং বন্দিত্বা রতনত্তযং
দসসীলা দসসিক্খা দস পারাজিকা পি চ,
নাসনা দসবত্থু চ পঞ্ঞাস হোন্তি ভেদতো।

২। সামণেরানং দসসীলা দসসিক্খা দস পারাজিকা
দস নাসনা দস দণ্ডকম্মানি হোন্তি।
কতমানি সামণেরানং দস সীলানি?

(১) পাণাতিপাতা বেরমণী। (২) অদিন্নাদানা বেরমণী (৩) অব্রহ্মচরিযা বেরমণী (৪) মুসাবাদা বেরমণী (৫) সুরা মেরেয-মজ্জ পমাদট্ঠানা বেরমণী (৬) বিকাল ভোজনা বেরমণী (৭) নচ্চ-গীত বাদিত-বিসূকদস্সনা বেরমণী (৮) মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডণ-বিভূসনট্ঠানা বেরমণী (৯) উচ্চাসযন-মহাসযনা বেরমণী (১০) জাতরূপ-রজত পটিগ্গহণা বেরমণী, ইমানি সামণেরস্স দসসীলানি নাম।

৩। কতমানি সামণেরস্স দস সিক্খাযো?

ইমানি দসসীলানি যেব সিক্খিতব্বতা দস সিক্খা'তি বুচ্চতি।

৪। কতমানি সামণেরস্স দস পারাজিকাযো?

(১) সঞ্চিচ্চ পানং জীবিত বরাপেন্তো পারাজিকো হোতি,

(২) সঞ্চিচ্চ পরস্স সুত্তন্তমত্তম্পি থেয্যোচিত্তেন আদিযন্তো পারাজিকো হোতি,

(৩) অনিযতম্পি মিচ্ছাদিট্ঠিং গণ্হন্তো পারাজিকো হোতি,

(৪) সঞ্চিচ্চ হাসবাচায'পি মুসাভণন্তো পারাজিকো হোতি,
(৫) সঞ্চিচ্চ উসসাব বিন্দুমত্তম্পি সুরং পিবন্তো পারাজিকো হোতি,
(৬) বুদ্ধসস অবণ্ণং ভণন্তো পারাজিকো হোতি,
(৭) ধম্মসস অবণ্ণং ভণন্তো পারাজিকো হোতি,
(৮) সংঘসস অবণ্ণং ভণন্তো পারাজিকো হোতি,
(৯) পকতিযা'পি ভিক্খুণীযা মেথুনং ধম্মং পতিসেবন্তো পারাজিকো হোতি,
(১০) সঞ্চিচ্চ তিরচ্ছান গতায'পি মাতুগামেন মেথুনং ধম্মং আপজ্জন্তো পারাজিকো হোতি,
ইমানি সামণেরস্স দস পারাজিকাযো নাম।

৫। কতমানি সামণেরস্স দস নাসনানি?
ইমে দস পারাজিকাযেব সামণেরস্স দস নাসনানি ভবন্তি। তত্থ পঞ্চ লিঙ্গানাসনানি চ পঞ্চ সব্বনাসনানি।

৬। কতমানি পঞ্চ লিঙ্গানাসনানি?
দস লিঙ্গনাসনাযে পঠমতো পত্থায পঞ্চানিযেব হোন্তি।

৭। কতমানি পঞ্চ সব্বনাসনানি?
দস লিঙ্গনাসনাযে সেস পঞ্চ সব্বনাসনানি হোন্তি।
ইমানি সব্বনাসনানি নাম হোন্তি।

৮। কতমানি সামণেরস্স দস দণ্ডকম্ম বত্থুনি?
(১) বিকাল ভোজনং (২) নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসূকদস্সনং (৩) মালা- গন্ধ- বিলেপন- ধারণ- মণ্ডণ- বিভূসনট্ঠানং (৪) উচ্চাসযন মহাসযনে নিসীদনং (৫) জাতরূপ রজত পটিগ্গহণং (৬) ভিক্খুনং অলাভায পরিসক্কনং (৭) ভিক্খুনং

অনত্থায পরিসক্কনং (৮) ভিক্খুনং অবাসায পরিসক্কনং (৯) ভিক্খুনং অক্কোসায পরিভাসনং (১০) ভিক্খু ভিক্খুহি ভেদাপনং।

ইমানি সামণেরস্স দস দণ্ডকম্ম বত্থুনি।

৯। ইধ পন পঞ্চ বালুকা দণ্ডকম্মানি;
পঞ্চ আরামতো ৰহিকরণং বত্থুনি।
কতমানি পঞ্চ বালুকা দণ্ডকম্মানি?
দণ্ডকম্মস্স পঠম পত্থায পঞ্চানি বালুকা দণ্ডকম্মানি।
ইমানি পঞ্চ বালুকা দণ্ডকম্মানি বত্থুনি,
ইধ পন উদক ধারং পি আহরাপন বট্টতি।

১০। কতমানি পঞ্চ আরামতো ৰহিকরণা বত্থুনি?
দণ্ডকম্মস্স সেস পঞ্চানি আরামতো ৰহিকরণানি।
ইমানি পঞ্চ সংখার মত ৰহিকরণং বত্থুনী'তি।

শ্রামণের শিক্ষা বঙ্গানুবাদ

১। রতনত্রয়কে বন্দনা করিয়া শ্রামণদিগের শীলগন্ধাদি রচিত প্রথম শিক্ষা সংক্ষেপে বলিব। শ্রামণের দশশীল, দশশিক্ষা, দশটি পারাজিকা ও দশটি নাশানাশের কারণ ভেদে সর্বমোট পঞ্চাশটি বিষয় আছে।

২। শ্রামণের দশশীল, দশশিক্ষা, দশটি পারাজিকা, দশটি নাশানাশের কারণ ও দশটি দণ্ডকর্ম আছে। শ্রামণের দশশীল কি কি?

(১) প্রাণী হত্যা হইতে বিরত হওয়া।
(২) অদত্ত বস্তু হইতে বিরত হওয়া।
(৩) অব্রহ্মচর্য্যা হইতে বিরত হওয়া।
(৪) মিথ্যা কথন হইতে বিরত হওয়া।
(৫) সুরা মেরেয় (পুষ্প ও ফলাসব) ও মদ্যাদি সেবন দ্বারা প্রমাদের কারণ হইতে বিরত হওয়া।
(৬) বিকাল ভোজন হইতে বিরত হওয়া।
(৭) নৃত্য-গান-বাদ্য ও কৌতুকাবহ দৃশ্য দর্শন হইতে বিরত হওয়া।
(৮) মালা-সুগন্ধি দ্রব্য বিলেপন-ধারণ-মণ্ডণ ও বিভূষণযোগ্য বস্তু হইতে বিরত হওয়া।
(৯) উচ্চশয্যা ও মহাশয্যায় উপবেশন হইতে বিরত হওয়া।
(১০) স্বর্ণ-রৌপ্য, টাকা-পয়সা প্রতিগ্রহণ হইতে বিরত হওয়া।
এইগুলি শ্রামণের দশ শীল নামে কথিত হয়।

৩। শ্রামণের দশ শিক্ষা কি?

উক্ত দশশীলসমূহ শিক্ষা করা উচিত বলিয়া ঐ দশ শীলকে শ্রামণের দশ শিক্ষা বলা হয়।

৪। শ্রামণের দশটি পারাজিকা কি কি?

(১) সজ্ঞানে প্রাণী বধ করিলে পারাজিকা হয়।
(২) সজ্ঞানে অপরের সূত্রনাল মাত্রও চৌর্য্যচিত্তে গ্রহণ করিলে পারাজিকা হয়।

(৩) বুদ্ধ বিগর্হিত দ্বিবিধ অনিয়ত মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ করিলে পারাজিকা হয়।

(৪) সজ্ঞানে হাসিবার জন্যও মিথ্যা ভাষণ করিলে পারাজিকা হয়।

(৫) সজ্ঞানে উৎসাহের জন্য বিন্দুমাত্রও সুরা কিম্বা অন্যান্য নেশাদ্রব্য সেবন করিলে পারাজিকা হয়।

(৬) বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করিলে পারাজিকা হয়।

(৭) ধর্মের অগুণ বর্ণনা করিলে পারাজিকা হয়।

(৮) সংঘের অগুণ বর্ণনা করিলে পারাজিকা হয়।

(৯) পুরুষ ও ভিক্ষুণীর সহিত কামসেবা করিলে পারাজিকা হয়।

(১০) সজ্ঞানে তির্য্যক জাতীয় ও মনুষ্য স্ত্রীলোকের সহিত কামসেবা করিলে পারাজিকা হয়।

এই সব শ্রামণের দশ পারাজিকা নামে কথিত হয়।

৫। শ্রামণদের দশটি নাশের কারণ কি কি?

উক্ত দশ পারাজিকাই শ্রামণের দশটি নাশের কারণ হয়। তন্মধ্যে পাঁচটি লিঙ্গ নাশের এবং পাঁচটি সর্বনাশের কারণ হয়।

৬। পাঁচটি লিঙ্গ নাশের কারণ কি?

উক্ত দশটি নাশ বা পারাজিকায় প্রথম হইতে পঞ্চম ধারা পর্য্যন্ত লিঙ্গ নাশের কারণ হয়।

৭। পাঁচটি সর্বনাশের কারণ কি কি?

দশ পারাজিকায় শেষ পাঁচ ধারাই সর্বনাশের কারণ হয়। এই সমস্ত সর্বনাশ নামে অভিহিত হয়।

৮। শ্রামণের দশটি দণ্ডকর্মের বিষয় কি কি?

(১) বিকাল ভোজন করা (২) নৃত্য-গান-বাদ্য কৌতুকাবহ দৃশ্য দর্শন ও শ্রবণ করা (৩) মালা-সুগন্ধি দ্রব্য বিলেপন-ধারণ-মণ্ডণ করা এবং এই সব দ্রব্যাদি দ্বারা বিভূষিত হওয়া (৪) উচ্চশয্যা ও মহাশয্যায় শয়ন ও উপবেশন করা (৫) স্বর্ণ-রৌপ্য ও টাকা-পয়সা গ্রহণ করা (৬) ভিক্ষুদের অলাভের জন্য চেষ্টা করা (৭) ভিক্ষুদের অনিষ্টের চেষ্টা করা (৮) ভিক্ষুদের অবাসের জন্য চেষ্টা করা (৯) ভিক্ষুদিগকে আক্রোশ ও ভর্ৎসনা করা (১০) ভিক্ষুদের মধ্যে পরস্পর ভেদ সৃষ্টি করিয়া দেওয়া।

এই দশটি শ্রামণদের দণ্ডকর্মের বিষয়।

৯। অত্র পঞ্চ বালুকা দণ্ডকর্ম এবং বিহার হইতে বহিষ্কার করার পঞ্চ বিষয়।

পঞ্চ বালুকা দণ্ডকর্ম কি কি?

দণ্ডকর্মের প্রথম হইতে পঞ্চম ধারা পর্য্যন্ত বালুকা দণ্ডকর্ম। পঞ্চ বালুকা দণ্ডকর্ম বলিতে জল আহরণও বুঝিতে হইবে। শ্রামণগণ উক্ত পঞ্চ ধারার যে কোন একটি ধারা ভঙ্গ করিলে দণ্ড স্বরূপ বালুকা বা জল বহন করিতে হয়।

১০। বিহার হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়ার বিষয় কি কি?

দণ্ডকর্মের শেষ পাঁচ ধারা বিহার হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়ার বিষয় হয়। এই পাঁচ নিয়মের যে কোন একটি লঙ্ঘন করিলে শ্রামণকে বিহার হইতে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত।

শ্রামণের শিক্ষা সমাপ্ত।

সেখিয়া ধম্মা

পরিমণ্ডল বগ্গো

ইমে খো পনাযস্মন্তো সেখিযা ধম্মা উদ্দেসং আগচ্ছন্তি।

(১) পরিমণ্ডলং নিবাসেস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(২) পরিমণ্ডলং পারুপিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৩) সুপটিচ্ছন্নো অন্তরঘরে গমিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৪) সুপটিচ্ছন্নো অন্তরঘরে নিসীদিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৫) সুসংবতো অন্তরঘরে গমিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৬) সুসংবতো অন্তরঘরে নিসীদিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৭) ওক্খিত্ত চক্খু অন্তরঘরে গমিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৮) ওক্খিত্ত চক্খু অন্তরঘরে নিসীদিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৯) ন উক্খিত্তকায অন্তরঘরে গমিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(১০) ন উক্খিত্তকায অন্তরঘরে নিসীদিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

বঙ্গানুবাদ

শৈক্ষ্য ধর্ম

পরিমণ্ডল বর্গ

হে আয়ুষ্মানগণ এই শৈক্ষ্য ধর্মগুলি বর্ণনা করিতেছি-

(১) পরিমণ্ডলাকারে অন্তর্বাস বা পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(২) পরিমণ্ডলাকারে সংঘাটি অথবা উত্তরাসঙ্গ পারুপণ বা রুম করিব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৩) উত্তমরূপে দেহ প্রতিচ্ছন্ন বা আবৃত করিয়া অন্তরঘরে বা গ্রামে গমন করিব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৪) উত্তমরূপে দেহ প্রতিচ্ছন্ন করিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে উপবেশন করিব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৫) সুসংযত হইয়া গ্রামে বা গৃহস্থের বাড়ীতে গমন করিব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৬) সুসংযত হইয়া গ্রামে বা গৃহস্থের বাড়ীতে উপবেশন করিব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৭) অধোচক্ষু হইয়া গ্রামে বা গৃহস্থের বাড়ীতে গমন করিব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৮) অধোচক্ষু হইয়া গৃহস্থের বাড়ীতে উপবেশন করিব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৯) চীবর উঠাইয়া গ্রামে বা গৃহস্থের বাড়ীতে গমন করিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(১০) উৎক্ষিপ্ত চীবরে গৃহস্থের বাড়ীতে উপবেশন করিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

উজ্জগ্ঘিক বগ্গো

(১) ন উজ্জগ্ঘিকায অন্তরঘরে গমিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(২) ন উজ্জগ্ঘিকায অন্তরঘরে নিসীদিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৩) অপ্পসদ্দো অন্তরঘরে গমিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৪) অপ্পসদ্দো অন্তরঘরে নিসীদিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৫) ন কাযপ্পচালকলং অন্তরঘরে গমিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৬) ন কাযপ্পচালকং অন্তরঘরে নিসীদিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৭) ন ৰাহুপ্পচালকং অন্তরঘরে গমিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৮) ন ৰাহুপ্পচালকং অন্তরঘরে নিসীদিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৯) ন সীসপ্পচালকং অন্তরঘরে গমিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(১০) ন সীসপ্পচালকং অন্তরঘরে নিসীদিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

বঙ্গানুবাদ

উচ্চহাস্য বর্গ

(১) উচ্চহাস্য করিয়া বা বার হাতের অধিক দূরে হাস্য না শুনা না যায় এভাবে গ্রামে গমন করিব। ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(২) উচ্চহাস্য করিয়া গৃহে বসিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৩) অল্পশব্দে গ্রামে বা গৃহে গমন করিব, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৪) অল্পমাত্র শব্দ করিয়া গৃহে উপবেশন করিব, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৫) দেহ সঞ্চালন না করিয়া গ্রামে বা গৃহে উপবেশন করিব, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৬) শরীর চালনা না করিয়া গৃহে উপবেশন করিব, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৭) বাহু সঞ্চালন না করিয়া গ্রামে বা গৃহস্থের বাড়ীতে গমন করিব, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৮) বাহু সঞ্চালন না করিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে উপবেশন করিব, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৯) মস্তক সঞ্চালন না করিয়া গ্রামে বা গৃহস্থের বাড়ীতে গমন করিব, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(১০) মস্তক সঞ্চালন না করিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে উপবেশন করিব, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

খম্ভকত বগ্গো

(১) ন খম্ভকতো অন্তরঘরে গমিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(২) ন খম্ভকতো অন্তরঘরে নিসীদিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৩) ন ওগুণ্ঠীতো অন্তরঘরে গমিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৪) ন ওগুণ্ঠীতো অন্তরঘরে নিসীদিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৫) ন উক্কুটিকায অন্তরঘরে গমিস্‌সামী'তি সিক্‌খা করণীযা।
(৬) ন পল্লত্থিকায অন্তরঘরে নিসীদিস্‌সামী'তি সিক্‌খা করণীযা।
(৭) সক্কচ্চং পিণ্ডপাতং পটিগ্গহেস্‌সামী'তি সিক্‌খা করণীযা।
(৮) পত্তসঞ্ঞী পিণ্ডপাতং পটিগ্গহেস্‌সামী'তি সিক্‌খা করণীযা।
(৯) সমসূপকং পিণ্ডপাতং পটিগ্গহেস্‌সামী'তি সিক্‌খা করণীযা।
(১০) সমতিত্তিকং পিণ্ডপাতং পটিগ্গহেস্‌সামী'তি সিক্‌খা করণীযা।

বঙ্গানুবাদ

কটিদেশ বর্গ

(১) কটিদেশে হস্ত রাখিয়া গ্রামে বা গৃহস্থের বাড়ীতে গমন করিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।
(২) কটিদেশে হস্ত রাখিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে উপবেশন করিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।
(৩) অবগুণ্ঠিত মস্তকে গৃহস্থের বাড়ীতে গমন করিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।
(৪) অবগুণ্ঠিত মস্তকে গৃহস্থের বাড়ীতে উপবেশন করিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।
(৫) উৎকুটিক পদে বা শরীর বিকৃতভাবে গ্রামে বা গৃহস্থের বাড়ীতে গমন করিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৬) হস্ত পদ জড়াইয়া গৃহস্থের বাড়ীতে উপবেশন করিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৭) সুন্দররূপে মনযোগ বা স্মৃতি সহকারে পিণ্ডপাত বা আহার্য্য বস্তু গ্রহণ করিব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৮) পাত্রের প্রতি মনযোগ রাখিয়া পিণ্ডপাত গ্রহণ করিব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৯) সমসূপ পিণ্ডপাত বা অন্নের এক চতুর্থাংশ সূপ-ব্যঞ্জন সহযোগ পিণ্ডপাত গ্রহণ করিব, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(১০) সমতীর্থক পিণ্ডপাত বা পাত্রের মুখ পর্যন্ত অন্ন ব্যঞ্জন ভর্তি করিয়া পিণ্ডপাত গ্রহণ করিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

এ স্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পাত্রের মুখের উপর আহার্য্য বস্তু স্তূপীকৃত করিয়া পিণ্ডপাত গ্রহণ করিলে 'দুক্কট' আপত্তি হয়।

সক্কচ্চ বগ্গো

(১) সক্কচ্চং পিণ্ডপাতং ভুঞ্জিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(২) পত্তসঞ্ঞী পিণ্ডপাতং ভুঞ্জিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৩) সপদানং পিণ্ডপাতং ভুঞ্জিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৪) সমসূপকং পিণ্ডপাতং ভুঞ্জিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৫) ন থুপতো ওমদ্দিত্বা পিণ্ডপাতং ভুঞ্জিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৬) ন সূপং বা ব্যঞ্জনং বা ওদনেন পটিচ্ছাদেস্‌সামি ভিযোকম্যতং উপদাযা'তি সিক্‌খা করণীযা।

(৭) ন সূপং বা ওদনেন বা অগিলানো অত্তনো অত্থায বিঞ্ঞাপেত্বা ভুঞ্জিস্‌সামী'তি সিক্‌খা করণীযা।

(৮) ন উজ্ঝানসঞ্ঞী পরেসং পত্তং ওলোকেস্‌সামী'তি সিক্‌খা করণীযা।

(৯) না'তি মহন্তং কবলং করিস্‌সামী'তি সিক্‌খা করণীযা।

(১০) পরিমণ্ডলং আলোপং করিস্‌সামী'তি সিক্‌খা করণীযা।

বঙ্গানুবাদ

সুন্দর বর্গ

(১) সুন্দররূপে স্মৃতির সহিত পিণ্ডপাত ভোজন করিব, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(২) পাত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পিণ্ডপাত ভোজন করিব, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৩) এক পার্শ্ব হইতে ক্রমান্বয়ে পিণ্ডপাত ভোজন করিব, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৪) আহারের এক চতুর্থাংশ পরিমাণ সুপাদি সহযোগে পিণ্ডপাত ভোজন করিব, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৫) অন্নস্তূপের মধ্যভাগ মর্দন করিয়া ভোজন করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৬) অধিক লাভের ইচ্ছায় সূপ বা ব্যঞ্জন অন্নদ্বারা আচ্ছাদন করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৭) নীরোগ অবস্থায় নিজের জন্য সূপ বা অন্ন প্রার্থনা করিয়া ভোজন করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৮) নিন্দা করিবার ইচ্ছায় অপরের ভোজনপাত্র দর্শন করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৯) অতি বৃহৎ গ্রাস গ্রহণ করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(১০) গোলাকার গ্রাস ভোজন করিব, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

কবল বগ্গো

(১) ন অনাহটে কবলে মুখদ্বারং বিবরিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(২) ন ভুঞ্জমানো সব্বং হত্থং মুখে পক্খিপিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৩) ন সকবলেন মুখেন ব্যাহরিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৪) ন পিণ্ডুক্খেপকং ভুঞ্জিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৫) ন কবলাবচ্ছেদকং ভুঞ্জিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৬) ন অবগণ্ডকারকং ভুঞ্জিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৭) ন হত্থনিদ্ধুনকং ভুঞ্জিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৮) ন সিত্থাবকাকরং ভুঞ্জিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৯) ন জিব্হা নিচ্ছারকং ভুঞ্জিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(১০) ন চপুচপুকারকং ভুঞ্জিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

বঙ্গানুবাদ

গ্রাস বর্গ

(১) গ্রাস মুখসমীপে না আনা পর্য্যন্ত মুখ ব্যাদান করিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(২) ভোজন করিবার সময় সমস্ত হস্ত মুখে প্রক্ষেপ করিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৩) গ্রাসযুক্ত মুখে কথা বলিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৪) পিণ্ডাকারে গ্রাস নিক্ষেপ করিয়া ভোজন করিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৫) গ্রাস বিভক্ত করিয়া ভোজন করিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৬) গণ্ডদেশ স্ফীত করিয়া ভোজন করিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৭) হস্তক্ষেপন করিয়া ভোজন করিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৮) উচ্ছিষ্ট বিক্ষিপ্ত করিয়া ভোজন করিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৯) জিব্‌হা বাহির করিয়া ভোজন করিব না, এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

(১০) চপ্ চপ্ শব্দ করিয়া ভোজন করিব না এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য।

সুরু সুরু বর্গ

(১) ন সুরু সুরু কারকং ভুঞ্জিস্‌সামী'তি সিক্‌খা করণীযা।

(২) ন হত্থনিল্লেহকং ভুঞ্জিস্‌সামী'তি সিক্‌খা করণীযা।

(৩) ন পত্তনিল্লেহকং ভুঞ্জিস্‌সামী'তি সিক্‌খা করণীযা।

(৪) ন ওট্‌ঠনিল্লেহকং ভুঞ্জিস্‌সামী'তি সিক্‌খা করণীযা।

(৫) ন সমিসেন হত্থেন পানীযথালকং পটিগ্গহেস্‌সামী'তি সিক্‌খা করণীযা।

(৬) ন সসিত্থকং পত্তধোবনং অন্তরঘরে ছড্ডেস্‌সামী'তি সিক্‌খা করণীযা।

(৭) ন ছত্তপাণিস্‌স অগিলানস্‌স ধম্মং দেসিস্‌সামী'তি সিক্‌খা করণীযা।

(৮) ন দণ্ডপাণিস্‌স অগিলানস্‌স ধম্মং দেসিস্‌সামী'তি সিক্‌খা করণীযা।

(৯) ন সত্থপাণিস্‌স অগিলানস্‌স ধম্মং দেসিস্‌সামী'তি সিক্‌খা করণীযা।

(১০) ন আযুধপাণিস্‌স অগিলানস্‌স ধম্মং দেসিস্‌সামী'তি সিক্‌খা করণীযা।

বঙ্গানুবাদ

সুরু সুরু বর্গ

(১) সুরু সুরু শব্দ করিয়া ভোজন করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(২) হস্ত লেহন করিয়া ভোজন করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৩) পাত্র লেহন করিয়া ভোজন করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৪) ওষ্ঠ লেহন করিয়া ভোজন করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৫) উচ্ছিষ্ট হস্তে পানীয়পাত্র গ্রহণ করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৬) পাত্র ধৌত উচ্ছিষ্ট জল গৃহের মধ্যে ফেলিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৭) ছত্রধারী সুস্থ ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৮) দণ্ডধারী নীরোগ ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৯) শস্ত্রধারী সুস্থ ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(১০) আয়ুধধারী নীরোগ ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

পাদুকা বগ্গো

(১) ন পাদুকারূল্হস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(২) ন উপাহনারূল্হস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৩) ন যানগতস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৪) ন সযনগতস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৫) ন পল্লত্থিকায নিসিন্নস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৬) ন বেঠিতসীসস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৭) ন ওগুণ্ঠিতসীসস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৮) ন ছমায নিসীদিত্বা আসনে নিসিন্নস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(৯) ন নীচ আসনে নিসীদিত্বা উচ্চে আসনে নিসিন্নস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(১০) ন ঠিতো নিসিন্নস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(১১) ন পচ্চতো গচ্ছন্তো পুরতো গচ্ছন্তস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(১২) ন উপ্পথেন গচ্ছন্তো পথেন গচ্ছন্তস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসিস্সামী'তি সিক্খা করণীযা।

(১৩) ন ঠিতো অগিলানো উচ্চারং বা পস্‌সাবং বা করিস্‌সামী'তি সিক্‌খা করণীযা।

(১৪) ন হরিতে অগিলানো উচ্চারং বা পস্‌সাবং বা খেলং বা করিস্‌সামী'তি সিক্‌খা করণীযা।

(১৫) ন উদকে অগিলানো উচ্চারং বা পস্‌সাবং বা খেলং বা করিস্‌সামী'তি সিক্‌খা করণীযা।

বঙ্গানুবাদ

পাদুকা বর্গ

(১) পাদুকারূঢ় নীরোগ ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(২) উপাহনারূঢ় সুস্থ ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৩) সুস্থ যানারূঢ় ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৪) শায়িত সুস্থ ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৫) হস্ত-পদ জড়াইয়া উপবিষ্ট নীরোগ ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৬) পাগড়ীধারী সুস্থ ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৭) মস্তক অবগুণ্ঠিত নীরোগ ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৮) মাটিতে বসিয়া আসনে উপবিষ্ট নীরোগ ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(৯) নীচ আসনে বসিয়া উচ্চ আসনে উপবিষ্ট নীরোগ ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(১০) দণ্ডায়মান অবস্থায় উপবিষ্ট সুস্থ ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(১১) পশ্চাৎ গমনকালে পূর্বগামী নীরোগ ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(১২) উপ-পথে গমনকালে দূরপথগামী সুস্থ ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(১৩) নীরোগাবস্থায় দণ্ডায়মান হইয়া পায়খানা-প্রস্রাব করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(১৪) সুস্থ অবস্থায় সবুজ বৃক্ষ-তৃণাদির উপরে বাহ্য-প্রস্রাব বা থুথুকাশি ত্যাগ করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

(১৫) নীরোগ অবস্থায় জলে পায়খানা-প্রস্রাব বা থুথুকাশি ত্যাগ করিব না, ইহা শিক্ষা করা কর্তব্য।

কুমার প্রশ্ন

সোপাক নামক এক শ্রামণের মাত্র সাত বৎসর বয়সে অরহত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি ভগবান বুদ্ধের সকাশে উপসম্পদা প্রার্থনা করিলে তথাগত তাঁহার জ্ঞান-গভীরতা পরীক্ষার্থ নিম্নোক্ত দশটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রামণও সুন্দররূপে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদান করিয়া ভগবানকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং বুদ্ধ তাঁহাকে উপসম্পদা দান করিলেন। সোপাক সাত বৎসরের কুমার। এই জন্য তাঁহাকে যে দশটি প্রশ্ন করা হইয়াছিল, তাহার নাম হইল 'কুমার প্রশ্ন'।

	প্রশ্ন	উত্তর
১।	এক নাম কিং?	সব্বে সত্তা আহারট্ঠিতিকা।
২।	দ্বে নাম কিং?	নামঞ্চ রূপঞ্চ।
৩।	তীনি নাম কিং?	তিস্সো বেদনা।
৪।	চত্তারি নাম কিং?	চত্তারি অরিয সচ্চানি।
৫।	পঞ্চ নাম কিং?	পঞ্চুপাদানক্খন্ধা।
৬।	ছ নাম কিং?	ছ অজ্ঝত্তিকানি আযতনানি।
৭।	সত্ত নাম কিং?	সত্ত বোজ্ঝঙ্গা।
৮।	অট্ঠ নাম কিং?	অরিযো অট্ঠাঙ্গিকো মগ্গো।
৯।	নব নাম কিং?	নব সত্তাবাস।
১০।	দস নাম কিং?	দস অঙ্গেহি সমন্নাগতো অরহা'তি বুচ্চতি।

বঙ্গানুবাদ

(১) এক নাম কি? জীব জগতের সকল প্রাণীই আহার দ্বারা জীবন ধারণ করে।

(২) দুই কি? নাম ও রূপ।

(৩) তিন কি? তিন প্রকার বেদনা।

(৪) চারি কি? চারি আর্য্যসত্য।

(৫) পাঁচ কি? পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ।

(৬) ছয় কি? ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন।

(৭) সাত কি? সপ্ত বোধ্যঙ্গ।

(৮) আট কি? আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

(৯) নয় কি? নব সত্ত্বাবাস।

(১০) দশ কি? দশবিধ অঙ্গে বা ধর্মে বিভূষিত অরহৎ।

নাম ও রূপ- নাম বলিতে সংজ্ঞা, সংস্কার, বেদনা ও বিজ্ঞান স্কন্ধ এবং রূপ বলিতে রূপস্কন্ধ বুঝায়। সুতরাং নাম-রূপ বলিলে উক্ত পঞ্চস্কন্ধ বুঝায়। বেদনা- বেদনা তিন প্রকার। যথা- সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা ও উপেক্ষা বেদনা।

চারি আর্য্যসত্য- দুঃখ আর্য্যসত্য, দুঃখ সমুদয় বা দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখ নিরোধ, দুঃখ নিরোধের উপায় বা মার্গজ্ঞান।

পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ- রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান উপাদান স্কন্ধ।

ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন- চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন আয়তন।

সপ্ত বোধ্যঙ্গ- স্মৃতি, ধর্মবিচয় বা ধর্ম বিচার, বীর্য, প্রীতি, প্রশান্তি, সমাধি ও উপেক্ষা বোধ্যঙ্গ।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ- সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যকবাক্য, সম্যককর্মান্ত বা কর্ম, সম্যকআজীব বা জীবিকা, সম্যকব্যায়াম বা প্রচেষ্টা, সম্যকস্মৃতি ও সম্যকসমাধি।

নব সত্ত্বাবাস- নানাকায় নানাসংজ্ঞা বিশিষ্ট (মনুষ্যগণ, কোন কোন দেবতা, কোন কোন নরকগামী এই পর্যায়ভুক্ত), নানাকায় একসংজ্ঞা বিশিষ্ট (ব্রহ্মকায়িক দেবগণ), এককায় নানাসংজ্ঞা বিশিষ্ট (আভাস্বর দেবগণ), এককায় একসংজ্ঞা বিশিষ্ট (শুভকীর্ণ দেবগণ), সংজ্ঞাহীন (অসংজ্ঞসত্ত্ব দেবগণ), আকাশায়াতন উপগত (যাঁহারা আকাশ অনন্ত অতিক্রম করিয়া আকাশায়তনে স্থিত হন), বিজ্ঞানায়তন উপগত (যাঁহারা অনন্তবিজ্ঞান অতিক্রম করিয়া অনন্ত বিজ্ঞান আয়তনে স্থিত হন), আকিঞ্চনায়তন উপগত (যাঁহারা অনন্ত-আকিঞ্চন আয়তন অতিক্রম করিয়া কিছু নাই এইরূপ সংজ্ঞায় স্থিত হন), নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন উপগত (যাঁহারা রূপসংজ্ঞা প্রতিঘ সংজ্ঞা আয়তন সমতিক্রম করিয়া 'সংজ্ঞাও নাই, অসংজ্ঞাও নাই' এইরূপ অবস্থায় স্থিত হন) প্রাণী।

দশবিধ অঙ্গে বিভূষিত অরহৎ- অশৈক্ষ্য সম্যকদৃষ্টি, অশৈক্ষ্য সম্যকসংকল্প, অশৈক্ষ্য সম্যকবাক্য, অশৈক্ষ্য সম্যককর্ম, অশৈক্ষ্য সম্যকজীবিকা, অশৈক্ষ্য সম্যকব্যায়াম, অশৈক্ষ্য সম্যকস্মৃতি, অশৈক্ষ্য সম্যকসমাধি, অশৈক্ষ্য সম্যকজ্ঞান ও

অশৈক্ষ্য সম্যকবিমুক্তি। যাঁহাদের শিক্ষা সমাপ্ত হয় নাই, শিখিবার আরও কিছু আছে তাঁহারা শৈক্ষ্য এবং যাঁহাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে ও শিখিবার আর কিছুই নাই, তাঁহারা অশৈক্ষ্য। অরহত্ব ফল লাভ হইলে শিখিবার আর কিছুই থাকে না, এই জন্য তাঁহারা অশৈক্ষ্য। অন্যেরা শৈক্ষ্য।

দস ধম্ম সুত্তং

নিদান

ভিক্খূনং গুণসংযুত্তং যং দেসেসি মহামুনি,
যং সুত্বা পটিপজ্জন্তো সব্বদুক্খা পমুচ্চতি,
সব্বলোক হিতত্থায পরিত্তং তং ভণাম হে।

সুত্তং

এবং মে সুতং--একং সমযং ভগবা, সাবত্থিযং বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে। তত্র খো ভগবা ভিক্খূ আমন্তেসি, ভিক্খবো'তি। ভদ্দন্তে'তি তে ভিক্খূ ভগবতো পচ্চস্সোসুং। ভগবা এতদবোচ--দস ইমে ভিক্খবে ধম্মা পব্বজিতেন অভিণ্হং পচ্চবেক্খিতব্বা। কত মে দস?

০১। বেবণ্নিযম্হি অজ্ঝপগতো'তি পব্বজিতেন অভিণ্হং পব্ববেক্খিতব্বং।

০২। পরপটিবদ্ধ মে জীবিকা'তি পব্বজিতেন অভিণ্হং পচ্চবেক্খিতব্বং।

০৩। অঞ্ঞো মে অকপ্পো করণীযো'তি পব্বজিতেন অভিণ্হং পচ্চবেক্খিতব্বং।

০৪। কচ্চি নু খো মে অত্তা সীলতো ন উপবদতী'তি পব্বজিতেন অভিণ্হং পচ্চবেক্খিতব্বং।

০৫। কচ্চি নু খো মং অনুবিচ্চ বিঞ্ঞূ সব্রহ্মচারী সীলতো ন উপবদন্তী'তি পব্বজিতেন অভিণ্হং পচ্চবেক্খিতব্বং।

০৬। সব্বেহি মে পিযেহি মনাপেহি নানাভাবো বিনাভাবো'তি পব্বজিতেন অভিণ্হং পচ্চবেক্খিতব্বং।

০৭। কম্মাস্সকোম্হি, কম্মদাযদো, কম্মযোনি, কম্মবন্ধু, কম্মপটিসরণো-যং কম্মং করিস্সামি কল্যাণং বা পাপকং বা তস্স দাযদো ভবিস্সামী'তি পব্বজিতেন অভিণ্হং পচ্চবেক্খিতব্বং।

০৮। কতস্মূতস্স মে রত্তিং দিবা বী'তি পত্তন্তী'তি পব্বজিতেন অভিণ্হং পচ্চবেক্খিতব্বং।

০৯। কচ্চি নু খো'হং সুঞ্ঞাগারে অভিরমামী'তি পব্বজিতেন অভিণ্হং পচ্চবেক্খিতব্বং।

১০। অত্থি নু খো মে উত্তরিমনুস্সধম্মা অলমরিযঞাণদস্সন বিসেসো অধিগতো, সো'হং পচ্ছিমেকালে সব্রহ্মচারীহি পুট্ঠো মঙ্কু ন ভবিস্সামী'তি পব্বজিতেন অভিণ্হং পচ্চবেক্খিতব্বং।

ইমে খো ভিক্খবে দসধম্মা পব্বজিতেন অভিণ্হং পচ্চবেক্খিতব্বা'তি। ইদমবোচ ভগবা অত্তমনা তে ভিক্খূ ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দু'ন্তি ॥

বঙ্গানুবাদ

দশধর্ম সূত্র

নিদান

মহামুনি বুদ্ধ ভিক্ষুদিগের যেই গুণসংযুক্ত দশধর্ম-সূত্র দেশনা করিয়াছেন, যাহা শুনিয়া তদনুযায়ী আচরণ করিলে সর্ব দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায়, ওহে শ্রোতৃবৃন্দ, সর্বলোকের হিতার্থে আমরা সেই দশধর্ম-সূত্র পাঠ করিতেছি।

সূত্র

আমি এইরূপ শুনিয়াছ- একসময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত জেতবন বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে 'হে ভিক্ষুগণ' বলিয়া আহ্বান করিলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ হাঁ ভদন্ত' বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। ভগবান ভিক্ষুগণকে এইরূপ বলিলেন- 'হে ভিক্ষুগণ, এই দশটি ধর্ম প্রব্রজিতগণের অবশ্যই পর্য্যবেক্ষণ করা কর্তব্য। সেই দশটি ধর্ম কি?

১। আমি বিবর্ণ ও বিরূপভাব প্রাপ্ত হইয়া ভিক্ষু-শ্রামণের কুলে উপগত হইয়াছি। ইহা প্রব্রজিতগণের নিত্য অবলোকন করা কর্তব্য।

২। আমার জীবিকা পরায়ত্ব ও পরপ্রতিবদ্ধ। ইহা প্রব্রজিতগণের নিত্য অবলোকন করা কর্তব্য।

৩। ভিক্ষুর করণীয় ব্যতীত আমার অন্য কিছু করণীয় কর্তব্য নাই। ইহা প্রব্রজিতগণের নিত্য অবলোকন করা কর্তব্য।

৪। আমার চিত্ত শীল হইতে স্খলিত হইয়াছে বলিয়া যেন কেহ প্রকাশ্যে নিন্দা বা অপবাদ করিতে না পারে। ইহা সর্বদা প্রব্রজিতদের পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।

৫। কোন প্রকারে যে কোন বিজ্ঞ সব্রহ্মচারী আমার শীল পর্যবেক্ষণ করিয়া যেন আমাকে শীলচ্যুত হইয়াছি বলিয়া অপবাদ করিতে না পারে। ইহা সর্বদা প্রব্রজিতদের পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।

৬। সমস্ত প্রিয়বস্তু ও মনোজ্ঞ বিষয় হইতে আমার জ্ঞাতিগণ নানাভাব ও মরণগত বিনাভাব হইবে। ইহা সর্বদা প্রব্রজিতদের প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।

৭। কর্মই আমার স্বকীয়, কর্মই আমার উত্তরাধিকারী, কর্মই আমার সুহৃদ, কর্মই আমার যোনি বা পুনঃপুন জন্মগ্রহণের হেতু এবং কর্মই আমার একমাত্র প্রতিশরণ বা আশ্রয়। আমি কল্যাণ বা পাপজনক যে কর্ম করিনা কেন, সেই কর্মেরই উত্তরাধিকারী হইব। ইহা সর্বদা প্রব্রজিতদের প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।

৮। কিভাবে আমার দিবা-রাত্রি অতিবাহিত হইতেছে, তাহা প্রব্রজিতদের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।

৯। কখন কি প্রকারে আমি নির্জন স্থানে একাকী অভিরমিত হইব। ইহা প্রব্রজিতদের সর্বদা প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।

১০। আমার নিকট আর্য্যগণ সেবিত দশ কুশল কর্মপথ হইতে শ্রেষ্ঠ ধ্যানাদি কর্ম আছে কি? আমার কুলষ নাশে সমর্থ বিশুদ্ধ জ্ঞান উৎপাদক লোকোত্তরধর্ম অধিগত হইয়াছে কি? সেইভাবে সব্রহ্মচারী কর্তৃক অভিযুক্ত হইয়া মৎকর্তৃক কি কি গুণ লাভ হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসিত হইলে আমি মৃত্যুকালে যেন অধোমুখ না হই। ইহা সর্বদা প্রব্রজিতদের প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য।

ভিক্ষুগণ! এই দশটি ধর্ম প্রব্রজিতদের নিত্য প্রত্যবেক্ষণীয়। ভগবান এইরূপ বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, ভিক্ষুগণ বুদ্ধের ভাষণ অভিনন্দিত করিলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্দশ প্রকার খন্ধক ব্রত

চতুদ্দস খন্ধক বত্তানি নাম বেদিতব্বানি কত যং?

(১) আগন্তুক বত্তং (২) আবাসিক বত্তং (৩) গমিক বত্তং (৪) অনুমোদন বত্তং (৫) ভত্তগ্গ বত্তং (৬) পিণ্ডচারিক বত্তং (৭) আরঞ্ঞক বত্তং (৮) সেনাসন বত্তং (৯) জন্তাঘর বত্তং (১০) বচ্চকুটি বত্তং (১১) উপজ্ঝায বত্তং (১২) সদ্ধিবিহারিক বত্তং (১৩) আচরিয বত্তং (১৪) অন্তেবাসিক বত্ত'ন্তি।

ইমানি চতুদ্দস খন্ধক বত্তানি নাম। সব্বেসং সব্বদা চ যথাবহং চরিতব্বানি।

চতুর্দশ প্রকার খন্ধক ব্রতাদি কি কি?

(১) আগন্তুক ব্রত (২) আবাসিক ব্রত (৩) গমিক ব্রত (৪) অনুমোদন ব্রত (৫) ভুক্তাগ্র ব্রত (৬) পিণ্ডচারিক ব্রত (৭) আরণ্যক ব্রত (৮) শয্যাসন ব্রত (৯) জন্ত্রাঘর ব্রত (১০) শৌচাগার ব্রত (১১) উপাধ্যায় ব্রত (১২) সহবিহারী ব্রত (১৩) আচার্য ব্রত (১৪) অন্তেবাসিক ব্রত। এই চৌদ্দ প্রকার খন্ধক ব্রত। এই সব ব্রত সকলেরই সর্বদা যথাযথরূপে পালন করা কর্তব্য।

(ক) **বত্তং অপরিপূরন্তো সীলং ন পরিপূরতি,**
অসুদ্ধ সীলো দুপ্পঞ্ঞো দুক্খা ন পরিমুচ্চতি।

বঙ্গার্থ :- [illegible] অপূর্ণ থাকিলে শীল পরিপূর্ণ হয় না। দুঃশীল দুষ্প্রাপ্য নানা দুঃখ হইতে বিমুক্তি লাভ করিতে পারে না।

(খ) **বিক্খিত্ত চিত্তো নেকগ্গো সম্মা ধম্মং ন পস্সতি**
অপস্সমানো সদ্ধম্মং দুক্খা ন পরিমুচ্চতি।

বঙ্গার্থ :- যাহার চিত্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও একাগ্রতাশূন্য সে ধর্মকে সম্যক দর্শন করিতে পারে না এবং সদ্ধর্ম অদর্শন হেতু দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না।

(গ) **তস্মাহি বত্তং পূরেয্য জিনপুত্তো বিচক্খনো,**
ওবাদং বুদ্ধ সেট্ঠস্স কত্বা নিব্বানম্হী'তি।

বঙ্গার্থ :- তজ্জন্য বিচক্ষণ জিনপুত্র বুদ্ধ শ্রেষ্ঠের উপদেশ পালন করিয়া ব্রত পূরণ করতঃ নির্বাণ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

(১) **আগন্তুক ব্রত** :- এই ব্রতের অর্থ হইল, আগন্তুক ভিক্ষু-শ্রামণ বিহার সীমায় প্রবেশ করিবার সময় পূর্বে জুতা খুলিয়া, ছত্র বন্ধ করিয়া, মস্তকাবৃত চীবর অপসারণ করিয়া স্কন্ধে স্থাপন করতঃ বিহার সীমায় প্রবেশ করিবেন এবং বিহারস্থ ভিক্ষুগণকে বন্দনা করিয়া কুশলাদি আদান প্রদান করিবেন।

(২) **আবাসিক ব্রত**:- কোন ভিক্ষুকে বিহারে আগমন করিতে দেখিলে আগু বাড়াইয়া আনয়ন করা, পাত্র চীবর গ্রহণ করা ও বয়োজ্যেষ্ঠ হইলে বন্দনা করা, হস্ত পদ ধৌত করিবার জল ও পানীয় জলাদি প্রদান করা ইত্যাদি আবাসিক ভিক্ষুগণকে করিতে হয়। ইহাই এই ব্রতের মর্মার্থ।

(৩) **গমিক ব্রত** :- গমিক ব্রত বলিলে কাষ্ঠ ও মৃত্তিকার ভাণ্ড বা পাত্রাদি সংরক্ষণ করা, প্রয়োজন মত দ্বার ও গবাক্ষাদি বন্ধ

করা এবং আগন্তুক ভিক্ষুগণের গমনাগমনের শ্রম অপনোদন করার প্রয়াস বুঝায়।

(৪) **অনুমোদন ব্রত** :- মহাস্থবিরের ধর্মদেশনা বা মহাস্থবির কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ধর্মদেশনা করা এবং আমন্ত্রিত হইলে ধর্মদেশনা করাকে অনুমোদন ব্রত বলে।

(৫) **ভুক্তাগ্র ব্রত** :- এই ব্রতের অর্থ হইল ধর্মদেশনা করা, ভোজনশালায় ভিক্ষুদিগের সংগে ঘেঁষাঘেঁষী করিয়া উপবেশন না করা এবং স্বল্প বর্ষাবাস লাভী ভিক্ষুদের স্থান দখল হেতু নিপীড়ন না করা।

(৬) **পিণ্ডচারিক ব্রত** :- কাষ্ঠ বা মৃত্তিকা-পাত্রাদি সযতনে সংরক্ষণ করা, পাত্র ধৌত করা এবং অন্তর্বাস ও উত্তরাসঙ্গ উত্তমরূপে পরিধান করিয়া কটিতে কটিবন্ধনী আবদ্ধ করিয়া সেখিয়া ধর্মানুযায়ী ধীর পদবিক্ষেপে গ্রামে প্রবেশ করিয়া পিণ্ডচারণ করা এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী লোকালয়ে অবস্থান না করা এই ব্রতের উদ্দেশ্য।

(৭) **আরণ্যক ব্রত** :- এই ব্রত বলিতে বুঝায় পানি ও ব্যবহার্য জল সংগ্রহ করিয়া রাখা, প্রয়োজন সাপেক্ষে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা, উপবেশনের আসন ও আসন মার্জনা করার বস্ত্রাদি সংরক্ষণ করা এবং তিথি-নক্ষত্রাদি উত্তমরূপে জ্ঞাত থাকা।

(৮) **শয্যাসন ব্রত** :- বোধি-অঙ্গন, শয্যাসন, বাসস্থান প্রভৃতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, বিহারের যাবতীয় দ্রব্যাদি সযত্নে

সংরক্ষণ করা, স্নানাগার, শৌচাগার সম্মার্জনী দ্বারা পরিষ্কার করা এই ব্রতের অন্তর্ভুক্ত কর্ম।

(৯) **জন্ত্রাঘর ব্রত** :- জন্ত্রাঘর বা অগ্নিশালার ভস্মাদি দূরীভূত করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, প্রয়োজন মত অগ্নি প্রজ্জ্বলিত বা নির্বাপণ করা ও জল গরম রাখা এই ব্রতের উদ্দেশ্য।

(১০) **শৌচাগার ব্রত** :- এই ব্রত বলিতে শৌচাগারের দ্বার খুলিয়া পরিষ্কার করা, চীবর রাখিবার দণ্ডে চীবর রাখিয়া অন্তর্বাস না তুলিয়া ধীরে ধীরে শৌচাগারে প্রবেশ করিয়া পদ-স্থাপন স্থানে পদ রক্ষা করিয়া অন্তর্বাস উত্তোলন করা, অপরিষ্কৃত মলদণ্ড দ্বারা মল পরিষ্কার না করিয়া জল দ্বারা প্রক্ষালন করা এবং শৌচকর্ম শেষ করিয়া পদ উত্তোলনের পূর্বে নিম্নাঙ্গ অন্তর্বাস দ্বারা আবৃত করা বুঝায়।

(১১) **উপাধ্যায় ব্রত** :- প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া উত্তরাসঙ্গ একাংশ করিয়া উপাধ্যায়কে হস্তপদ প্রক্ষালনের জল, দন্ত মার্জনের কাষ্ঠাদি ও প্রাতরাশের জন্য যাগু ইত্যাদি প্রদান করা এবং পাত্রাদি ধৌত করিয়া শয্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, রৌদ্রে দেওয়া, বিছাইয়া দেওয়া ইত্যাদি সংক্ষেপে শ্রামণ কর্তৃক উপাধ্যায়ের পরিচর্য্যা করাকে উপাধ্যায় ব্রত বলে।

(১২) **সহবিহারী ব্রত** :- এই ব্রতের অর্থ হইল পরস্পর গুণ বর্ণনা করা এবং শিক্ষণীয় ও পাঠণীয় বিষয় সমূহ পারস্পরিক সাহায্য করা।

(১৩) **আচার্য্য ব্রত :-** ইহা উপাধ্যায় ব্রতের ন্যায়। শ্রামণ কর্তৃক উপাধ্যায়ের ন্যায় আচার্য্যকে পরিচর্য্যা করাই আচার্য্য ব্রত।

(১৪) **অন্তেবাসীক ব্রত :-** অন্তেবাসীর গুণ বর্ণনা করা, তাহার শিক্ষণীয়, পাঠণীয় বিষয়াদি নির্দেশ করা ইত্যাদি শিষ্যের প্রতি আচার্য্যের করণীয় কর্মকে অন্তেবাসীক ব্রত বলে।

এইগুলি চতুর্দশ প্রকার খন্ধক ব্রত নামে অভিহিত হয়।

খন্ধক ব্রত সমাপ্ত

প্রশ্নোত্তরে শ্রামণ-কর্তব্য

১ম প্রশ্ন :- শ্রামণ হইবার নিমিত্ত কেহ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রব্রজিত হয়-ইহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে কি?

উত্তর :- ভগবান বুদ্ধ রাজপুত্র নন্দকে পাত্র প্রদান করিয়া বিহারে উপনীত হইলে বুদ্ধ স্বয়ং নন্দকে প্রব্রজ্যা দান করেন এবং পিতৃসম্পত্তি লাভেচ্ছু রাহুল ও বুদ্ধ সমভিব্যাহারে বিহারে আগমন করিলে বুদ্ধের নির্দেশে আয়ুষ্মান সারিপুত্র রাহুলকে প্রব্রজ্যা প্রদান করেন। উভয়েই প্রব্রজ্যা সম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিলেন না। তথাপি প্রব্রজ্যা দান সার্থক হইয়াছিল।

ধর্মাশোক তদীয় ভ্রাতা তিস্‌স রাজকুমারকে ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত করিবার মানসে অশোকারাম মহাবিহারের পথ বিপুলভাবে সুসজ্জিত করিয়া রাজকুমারকে রাজকীয় পোষাক

পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া মহোৎসব সহকারে চতুরঙ্গিনী সৈন্যে পরিবেষ্টিত করিয়া বিহারে আনয়ন করেন এবং তথায় প্রব্রজ্যা দান করেন। উত্তমরূপে তিষ্য রাজকুমারের ন্যায় প্রব্রজিতদের রাজকীয় পোষাক পরিচ্ছদে বিসজ্জিত করতঃ নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া প্রব্রজ্যা দান করিলে বিশিষ্টতা বিমণ্ডিত হয়। এইভাবে জ্ঞাতসারে প্রব্রজিত হইলে প্রব্রজ্যা সর্বদিক হইতে সার্থক হয়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে ফলের কোনও তারতম্য ঘটে না।

২য় প্রশ্ন- কোন বয়সে প্রব্রজ্যা দান করা কর্তব্য?

উত্তর :- তথাগত বুদ্ধ সর্ব প্রথম প্রব্রজ্যা দানের কোন প্রকার সীমারেখা টানেন নাই। এক সময় কোন স্থানে রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে পিতাপুত্র মাত্র পূর্বাজ্জিত সৎকর্মের প্রভাবে বাঁচিয়া থাকেন। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনহীন অবস্থায় কোন আশ্রয়স্থল না থাকায় ভিক্ষু সংঘের আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণান্তে পিণ্ডাচরণের নিমিত্ত গ্রামে প্রবেশ করিলে দায়কেরা পিতা ভিক্ষুকে অন্নদান করিবার সময় পুত্র শ্রামণ 'আমাকেও দাও' বলিয়া সরবে অন্ন যাচঞা করিলে গ্রামবাসীগণ খেদোক্তি করিয়া বলিল, "প্রব্রজিত" শ্রামণগণ কেন এভাবে অন্ন যাচঞা করেন"? বুদ্ধ পরে তাহা শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে কোন বালককে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না"। এইভাবে বুদ্ধ প্রথম প্রজ্ঞপ্তি প্রদান করেন। আর এক সময় আয়ুষ্মান আনন্দকে পরিচর্যাকারী দায়কগণ কঠিন রোগে আক্রান্ত

হইয়া মাত্র দুইজন ক্ষুদ্র বালককে রাখিয়া সকলে মৃত্যু বরণ করে। আনন্দ এই বালকদ্বয়কে বুদ্ধ সন্নিধানে নিয়া বুদ্ধকে বন্দনার পর প্রশ্ন করিলেন, "প্রভো এই বালকদ্বয়কে সদ্ধর্মে আশ্রয় প্রদান করা সম্ভবপর হইবে কি? বুদ্ধ কহিলেন "আনন্দ, এই বালকদ্বয় দুঃখ অন্তরায় প্রভৃতি সহ্য করিতে পারিবে কি?" বালকদ্বয় 'পারিব' বলিয়া উত্তর প্রদান করিলে তথাগত বলিলেন, হে আনন্দ! পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ণ না হইলেও যাহারা ভয়, দুঃখ ও অন্তরায় সহ্য করিতে পারিবে তাহাদিগকে প্রব্রজ্যা দান করিবে- আমি অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছি। এইরূপে বুদ্ধ পঞ্চদশ বর্ষ পূর্তি নিয়মটি সীমায়িত করিয়া দেন।

৩য় প্রশ্ন- দুঃখ অন্তরায় সহ্য করিতে পারিলেও অনুমতি প্রাপ্ত প্রব্রজিত শ্রামণ নিতান্ত শিশু হইলে তাহা কল্যাণপ্রদ বা অকল্যাণকর হইবে কি?

উত্তর :- প্রজ্ঞায় উন্নত পারমীসম্পন্ন অষ্টম-নবম বর্ষীয় বালকগণ অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইয়া এবং শ্রামণ কর্তব্যাদি উত্তমরূপে অবগত হইয়া প্রব্রজিত হইলেও স্বাভাবিক কারণে ক্রীড়ামোদে প্রমত্ত হওয়ার বয়স অতিক্রম না করায় আচার্যের উপদেশ সত্ত্বেও প্রত্যবেক্ষণাদি সম্পাদন না করিয়া চতুর্প্রত্যয় পরিভোগ করিতে থাকে। ফলে তাহাদের চতুর্প্রত্যয় পরিভোগ ঋণ পরিভোগের ন্যায় হইয়া থাকে। এই কারণে মৃত্যুর পর তাহারা নিরয়ে উৎপন্ন হইবার হেতু উৎপন্ন করিয়া থাকে। এইভাবে পিতামাতাগণ আপন পুত্রগণের নিরয়ে গমনের হেতু

উৎপাদন করিয়া থাকেন। এইজন্য প্রব্রজ্যা দান বা গ্রহণ দীর্ঘস্থায়ী মঙ্গলদায়ক হইলেও অনেক সময় অমঙ্গলও নিহিত আছে।

৪র্থ প্রশ্ন- কোন কোন অংশ পূর্ণ হইলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ সর্বোত্তম?

উত্তর :- প্রথমতঃ প্রব্রজ্যা গ্রহণেচ্ছুক কেশচ্ছেদন করিবেন। দ্বিতীয়তঃ উপাধ্যায় স্বয়ং চীবর পরিধান করাইয়া দিবেন। তৃতীয়তঃ উপাধ্যায় ত্রিশরণ গমন উত্তমরূপে শিক্ষাদান করিবেন। এই ত্রি-অঙ্গ পূর্ণ হইলে প্রব্রজ্যা দান ও গ্রহণ সর্বোত্তম হয়।

৫ম প্রশ্ন- কেহ কেহ প্রব্রজ্যা গ্রহণকারীকে খণ্ডসীমায় আনয়ন করিয়া তাহার কেশচ্ছেদন করাইয়া থাকেন, তাহার কারণ কি?

উত্তর :- এক দিবস এক বালক পিতামাতার সহিত বিবাদ করিয়া বিহারে গমন করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে। বালকের পিতামাতা বিহারে আগমন করিয়া বালকের কথা জানিতে চাহিলে ভিক্ষুগণ অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পরে শ্রামণের পিতামাতা বালককে শ্রামণ অবস্থায় বিহারে অবস্থানরত দেখিয়া অতিশয় ক্রোধান্বিত হন। ইহাতে তথাগত বিধান দেন যে প্রব্রজ্যালাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে ভিক্ষুসংঘের অনুমতি লইয়া কেশচ্ছেদন করিতে হইবে। এইজন্য অনেক সময় ভিক্ষুসংঘের সাক্ষাৎ লাভে ব্যর্থ হইয়া অনেকে বিহার সীমায় গমন করিয়া কেশচ্ছেদন করিয়া থাকেন। কারণ সীমায় কেশচ্ছেদন করিলে ভিক্ষুসংঘের অনুমতির প্রয়োজন হয় না।

৬ষ্ঠ প্রশ্ন- প্রব্রজ্যা গ্রহণকারী স্বীয় ইচ্ছানুরূপ চীবর ধারণ করিলে কি অপরাধে অপরাধী হইবে?

উত্তর :- প্রব্রজ্যা গ্রহণকারী স্বীয় ইচ্ছানুরূপ চীবর ধারণ করিলে লিঙ্গার্থনক বা আভ্যন্তরীক লিঙ্গ চুরির অপরাধে অপরাধী হইবে। তজ্জন্য তদীয় চীবর হরণ করিয়া উপাধ্যায় কর্তৃক চীবর পরিধান করাইয়া পুনঃ শ্রামণ করাইতে হইবে বলিয়া অর্থকথায় উক্ত হইয়াছে।

৭ম প্রশ্ন- উপাধ্যায়কে চীবর প্রদান করা ও উপাধ্যায়ের নিকট চীবর প্রার্থনা করার বিষয় পালি ভাষায় তিনবার ও মাতৃভাষায় একবার বলা কি যুক্তিযুক্ত?

উত্তর :- সময়ের অভাব না হইলে চীবর প্রদান ও চীবর প্রার্থনা পালি বা মাতৃভাষায় একাধিকবার ব্যক্ত করা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সময়াভাবে একবার মাত্র উচ্চারণ করিলেও অযৌক্তিক হইবে না; এমন কি উপাধ্যায় 'এই চীবরগুলি পরিধান কর' বলিলেও যুক্তিযুক্ত হইবে। তবে উপাধ্যায় চীবর প্রদান না করিলে চীবর পরিধান করা অসংগত।

৮ম প্রশ্ন- শরণগুণ কিভাবে উচ্চারণ করিতে হয়?

উত্তর :- উপাধ্যায় ও শিষ্য উভয়কেই স্বাভাবিক শিথিল ধ্বনিতে ব্যাকরণগত যথার্থ উচ্চারণের সহিত 'ম'কারান্ত স্বরে বলিতে হইবে।

৯ম প্রশ্ন- শরণগুণ প্রদান কত প্রকার?

উত্তর :- শরণগুণ দ্বিবিধ। যথা- (১) নিগ্রিহিত শরণগুণ ও

(২) 'ম'কারান্ত শরণগুণ।

১০ম প্রশ্ন- দ্বিবিধ শরণগুণের বিস্তারিত অর্থ কি?

উত্তর :- (১) বুদ্ধং সরণং, ধম্মং সরণং ইত্যাদি এই পদগুলি দীর্ঘাকারে বাতাস বিচ্ছিন্ন না করিয়া একেবারে বাতাস ধারণ করিয়া উচ্চারণ করাকে নিগ্রিহিত শরণগুণ বলে।

(২) বুদ্ধম্ সরণম্, ধম্মম্ সরণম্ ইত্যাদি পদ এইভাবে বলিয়া মুখ বন্ধ করিয়া উচ্চারণ করাকে 'ম'কারান্ত শরণগুণ বলে।

১১শ প্রশ্ন- অর্থ উপলব্ধি না করিয়া শুধু পালিতে প্রত্যবেক্ষণ পাঠ করা কি সঠিক হইবে? প্রত্যবেক্ষণের সঠিক নিয়মাবলী কি?

উত্তর :- সম্যক অর্থোপলব্ধি না করিয়া পালিতে প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা পাঠ করিলে প্রত্যবেক্ষণ যথার্থ হয় না। অর্থবোধক করিয়া চারিপ্রত্যয় জ্ঞান সম্প্রযুক্তভাবে প্রত্যবেক্ষণ করিলেই সঠিক প্রত্যবেক্ষণ হয়। অন্ততঃপক্ষে দৈনিক একবার হইলেও অরুণোদয়ের পূর্বে প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত।

১২শ প্রশ্ন- অরুণোদয়ের মধ্যে প্রত্যবেক্ষণ করা না হইলে কি অপরাধ হইবে?

উত্তর :- অরুণোদয়ের পূর্বে প্রত্যবেক্ষণ না করিয়া চতুর্প্রত্যয় পরিভোগ করিলে ঋণ পরিভোগের অপরাধ হইবে।

১৩শ প্রশ্ন- কত প্রকারে শ্রামণের চতুর্প্রত্যয় পরিভোগ হইয়া থাকে? অর্থ সহকারে ব্যাখ্যাই বা কি কি?

উত্তর :- শ্রামণের চতুর্প্রত্যয় পরিভোগ চারি প্রকার হইয়া থাকে। তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

(১) শীলশূন্য চতুর্প্রত্যয় পরিভোগ চুরি করিয়া পরিভোগের ন্যায় হয়। ইহা থেয়্য পরিভোগ নামে অভিহিত হয়।

(২) প্রত্যবেক্ষণ না করিয়া পরিভোগ করিলে ঋণ গ্রহণ করিয়া আহার করার ন্যায় হয়। ইহা ঋণ পরিভোগ নামে অভিহিত হয়।

(৩) প্রত্যবেক্ষণ করিয়া পরিভোগ করিলে বা শৈক্ষ্য ব্যক্তির ন্যায় পরিভোগ করিলে অথবা লব্ধ সম্পত্তি পরিভোগের ন্যায় হইলে দায়জ্জ পরিভোগ নামে অভিহিত হয়।

(৪) অর্হৎ ব্যক্তিগণের পরিভোগ তৃষ্ণা বিহীন হেতু শ্রেষ্ঠ পরিভোগ বিধায় স্বামী পরিভোগ নামে অভিহিত হয়।

১৪শ প্রশ্ন- লিঙ্গ ও দণ্ডে কত প্রকার অপরাধ বিদ্যমান?

উত্তর :- লিঙ্গ ও দণ্ডে ছয় প্রকার অপরাধ বিদ্যমান। যথা- (১) লজ্জাশূন্যতা (২) অজ্ঞাতে ভুল করা (৩) নিরর্থক নিপীড়িত করা (৪) ভুলক্রমে করা (৫) নির্দোষকে দোষ হিসাবে গ্রহণ ও (৬) দোষকে নির্দোষভাবে গ্রহণ।

১৫শ প্রশ্ন- নিম্নে (ক) বাক্যের অর্থ ও (খ) বাক্যের পালি কি? (ক) অব্রহ্মচারী হোতি (খ) ভিক্ষুণী দূষক কি?

উত্তর:- (ক) অবৈধ মৈথুন সেবন (খ) ভিক্খুণী দূসকো হোতি।

১৬শ প্রশ্ন- শ্রামণের মৈথুন সেবনের শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত না থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষুণী দূষক বলিয়া স্বতন্ত্র একটি বিশেষ শিক্ষাপদ বুদ্ধ কর্তৃক স্থাপন করার কারণ কি?

উত্তর:- প্রকৃত শীলবতী ভিক্ষুণীকে অনভিপ্রেতভাবে মৈথুনকারীর পক্ষে পরে শীলবান শ্রামণ বা ভিক্ষু হইয়া অবস্থান করা এ জীবনে সম্ভবপর হইবে না। তজ্জন্য অব্রহ্মচর্য্য শিক্ষাপদ হইতে বিশেষভাবে 'ভিক্ষুণী দূষক' বলিয়া একটি স্বতন্ত্র শিক্ষাপদ বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত হইয়াছে।

১৭শ প্রশ্ন- প্রব্রজ্যা প্রদানের নিমিত্ত কোন কোন ব্যক্তি অনুপযুক্ত?

উত্তর:- প্রব্রজ্যা গ্রহণে নিম্নলিখিত একাদশ ব্যক্তি অনুপযুক্ত।

(১) নপুংসক ব্যক্তি (২) সদলবলে গ্রামঘাতক কার্যে দোষপ্রাপ্ত ব্যক্তি (৩) তির্থিক মতবাদ গ্রহণকারীর ভিক্ষু বা তিথিয়া পক্কন্তক (৪) তির্যক প্রাণী (৫) মাতৃহত্যাকারী (৬) পিতৃহত্যাকারী (৭) অর্হৎ ভিক্ষু হত্যাকারী (৮) বুদ্ধের রক্তপাতকারী (৯) সংঘভেদকারী ব্যক্তি (১০) ভিক্ষুণী দূষক (১১) উভয় লিঙ্গিক বা স্ত্রী-পুরুষ উভয় লিঙ্গ ব্যঞ্জক ব্যক্তি।

১৮শ প্রশ্ন- প্রব্রজ্যা গ্রহণের অযোগ্য ব্যক্তির মধ্যে থেয়্য সংবাসক বা চুরি পরিভোগকারীর ত্রিবিধ পরিচয় কি কি?

উত্তর :- থেয়্য সংবাসক ত্রিধায় বিভক্ত। যথা- লিঙ্গ থেনক, সংবাস থেনক ও উভয় থেনক।

(১) লিঙ্গ থেনক- স্বয়ং চীবর পরিধান করিয়া নিজকে শ্রামণ বা ভিক্ষু বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলে আভ্যন্তরিক চুরি সম্পাদিত হওয়ায় ইহা লিঙ্গ থেনক হইয়া থাকে।

(২) সংবাস থেনক- শ্রামণ অবস্থায় ভিক্ষু পরিচয়ে ভিক্ষুর সহিত মেলামেশাকে সংবাস থেনক বলে।

(৩) উভয় থেনক :- আভ্যন্তরিক চুরি বা লিঙ্গ থেনক ও সংবাস থেনক এই উভয়বিধ চুরিকে উভয় থেনক বলে।

১৯শ প্রশ্ন- চীবর কটিদেশে বন্ধন করিলে এবং সাধারণ মানুষের ন্যায় পরিধান করিলে অথবা সাধারণ মানুষের পোষাক পরিধান করিলে শ্রামণগণের কি অপরাধ হইবে?

উত্তর :- সাধারণ মানুষের ন্যায় চীবর কটিদেশে বন্ধন করিলে অথবা সাধারণ মানুষের ন্যায় চীবর পরিধান করিয়া শ্রামণ যদি যে কোন ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে "আমাকে সাধারণ মানুষের ন্যায় মনে কর কি"? এবং প্রত্যুত্তরে ঐ ব্যক্তিও শ্রামণকে সাধারণ মানুষের ন্যায় মনে হইতেছে বলিয়া স্বীকার করে, তাহা হইলে শ্রামণের প্রব্রজ্যা নষ্ট হয় এবং সে সাধারণ মানুষে পরিণত হয়। এইরূপ স্বীকার করার পর সে পুনরায় শ্রামণের ন্যায় চীবর পরিধান করিলে চুরি পরিভোগ বা থেয়্য পরিভোগ হয়। সাধারণ মানুষের বস্ত্র পরিধান করিয়া অনুরূপভাবে "আমাকে দায়কের ন্যায় ভাল লাগিতেছে কি?" প্রশ্ন করিয়া "ভাল লাগিতেছে" উত্তর প্রাপ্ত হইলে এবং শ্রামণও তাহা স্বীকার করিলে পূর্বের ন্যায় শ্রামণের প্রব্রজ্যা নষ্ট হয় এবং শ্রামণ সাধারণ মানুষে পরিণত হয়। এইজন্য কটিদেশে চীবর বন্ধন করা বা সাধারণ লোকের বস্ত্র পরিধান করা হইতে সতর্ক থাকা উচিত।

২০তম প্রশ্ন- উচ্চ শয়ন কাহাকে বলে? তাহা হইতে সর্বদা বিরত থাকা উচিত কি? যদি উপযুক্ত ব্যবহারের বিধান থাকে তবে তাহাই বা কি?

উত্তর :- খাট বা পালঙ্কের নিম্নভাগ সাধারণ মানুষের হস্তে দেড় হস্ত পরিমাণের অধিক হইলে তাহাকে উচ্চ শয়ন বলে। উচ্চতায় দেড় হস্তের অনধিক হইলে কোন অপরাধ হইবে না।

সিংহ-ব্যাঘ্র মূর্তি অংকিত পর্য্যাঙ্ক, বা তুলা দ্বারা প্রস্তুত মনোরম কোমল শয্যাকে মহাশয়ন বলে। পালঙ্কের পদস্থান হইতে উক্ত মূর্তি অপসারিত করিয়া তুলা বাহির করিয়া ব্যবহার করিলে অথবা মনোরম চাদর মাটিতে বা নীচে রচনা করিয়া শয়ন করিলে কোন অপরাধ হইবে না।

২১তম প্রশ্ন- সুচারুরূপে অন্তর্বাস পরিধান ও রূম বা গোলাকার করিয়া চীবর পরিধানের কারণ কি?

উত্তর :- দুই হাঁটুর মধ্যে লজ্জাজনক স্থান যেন আচ্ছাদিত হয় এই প্রকারে অন্তর্বাসের একপ্রান্ত হাঁটুর অষ্ট অঙ্গুলি নিম্নে ঝুলাইয়া অন্তর্বাস পরিধান করিতে হয়। উত্তমরূপে পরিধান করিতে না জানা অপরাধ নহে, কিন্তু উত্তমরূপে পরিধান কার্য্য শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইয়া যেনতেন প্রকারে করিয়া পরিধান করিলে অপরাধ হইবে। বিশেষতঃ উপরে তুলিয়া বা জঙ্ঘা প্রদর্শন করিয়া চীবর পরিধান করা অসংগত। পায়ে ক্ষত থাকিলে পা ঢাকিয়া সুন্দর করিয়া চীবর পরিধান করা যুক্তিযুক্ত।

শরীরে পরিহিত উত্তরাসঙ্গের উভয় প্রান্তভাগ সমান রাখিয়া উহা হাঁটুর নীচে চারি অঙ্গুলি পরিমাণ নামাইয়া পারুপন বা রূম করিয়া পরিধান করা উচিত। ইহাতে শরীরের গোপন অঙ্গসমূহ পরিদৃষ্ট হয় না।

২২তম প্রশ্ন- সুপ্রতিচ্ছন্ন শিক্ষাপদটি চীবর পরিধান সম্বন্ধে বা পরিমণ্ডলাকার বা রূম করিয়া পরিধান সম্বন্ধে বলা হইয়াছে? কোন কোন অঙ্গ আবৃত করিয়া চীবর রূম করিতে হইবে?

উত্তর :- এই শিক্ষাপদটি চীবর রূম করিয়া পরিধান করিবার বিষয়ে বলা হইয়াছে। মস্তকসহ কর্ণ ও চোয়াল আবৃত করিয়া চীবর পরিধান করা অনুচিত। মস্তক-হস্ত-পদাদি চীবরের বাহিরে রাখিয়া কণ্ঠদেশ ও হাতের কব্জি আবৃত রাখা উচিত।

২৩তম প্রশ্ন- অধোচক্ষু শিক্ষাপদটির অর্থ কি? কখন কোন অবস্থায় চারি হস্তের অধিক দৃক্‌পাত করা যায়?

উত্তর :- তাড়াতাড়ি গমনকালে অধোচক্ষু হইয়া বা নিম্নদিকে চক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়া চারি হস্তের অধিক স্থান দর্শন করা অনুচিত। কোন কারণে ভয় উৎপন্ন হইলে নির্ভয় স্থান লাভার্থে দূরে অবলোকন করা যায়। ইহাতে কোন অপরাধ হয় না।

২৪তম প্রশ্ন- চীবর উঠাইয়া গমন করিবে না এই শিক্ষাপদে চীবর কতদূর তুলিলে অপরাধ হইবে?

উত্তর :- কটিবন্ধ পর্যন্ত উত্তরাসঙ্গ তুলিলে অপরাধ হইবে।

২৫তম প্রশ্ন- হাস্যকর বিষয় দর্শন করিলে কি করা উচিত? মানুষের হাস্য কত প্রকার?

উত্তর:- হাস্যকর বিষয়াদি দর্শন করিলে যথাসম্ভব সাবধানতা সহকারে সংযতভাবে হাস্য করা উচিত।

উত্তম ব্যক্তিগণ চক্ষু উন্মিলনপূর্বক সামান্য দন্ত বিকশিত করিয়া হাসে, মধ্যম ব্যক্তিগণ ঈষৎ মস্তক আলোড়ন করিয়া অস্ফুট শব্দে হাসিয়া থাকে এবং হীন ব্যক্তিগণ দেহ আন্দোলন করিয়া অথবা চক্ষু হইতে জল নির্গত হওয়া পর্যন্ত হাস্য করে।

২৬তম প্রশ্ন- ছোট ও বড় শব্দ বলিতে কি বুঝায়? গ্রামে বড় শব্দে বলিবার যথার্থ সময় কি?

উত্তর :- বার হস্তের মধ্যে শ্রুত হইয়া অর্থ উপলব্ধি করিতে না পারিলে সেই শব্দকে ক্ষুদ্র শব্দ বলে। দ্বাদশহস্ত ব্যবধানের মধ্যে থাকিয়া অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইলে তাহা বড় শব্দ হয় এবং দোষাবহ হইয়া থাকে। পরিত্রাণ পাঠে ও ধর্মদেশনায় বড় শব্দ হইলেও দোষাবহ নহে।

২৭তম প্রশ্ন- কি প্রকারে গমনকে পায়ের পশ্চাৎ মুড়ি বা পদ মর্দনে গমন বলে?

উত্তর :- পায়ের মুড়ি কিম্বা পায়ের মাথা দ্বারা ভর দিয়া গমনকে পায়ের পাতার মাথার ভর দিয়া অথবা পায়ের মুড়িতে ভর দিয়া গমন বলা হয়। এভাবে গমন অনুচিত।

২৮তম প্রশ্ন- জড়াইয়া বসা কত প্রকারের হইতে পারে? সংক্ষেপে বর্ণনা করুন?

উত্তর :- জড়াইয়া বসা দুই প্রকার। হাঁটু জড়াইয়া হস্ত-পদ সঞ্চালনকে হাত জড়াইয়া বসা বলে এবং হাঁটুর গ্রন্থি বস্ত্রদ্বারা জড়াইয়া থাকাকে বস্ত্র জড়াইয়া থাকা বলে।

২৯শ প্রশ্ন- কিভাবে যত্নপূর্বক অন্ন গ্রহণ করিতে হইবে?

উত্তর :- সাবধানে স্মৃতি সহকারে অন্ন গ্রহণ করা কর্তব্য। পরিত্যাগ করার ন্যায় অন্ন আহার করা অনুচিত।

৩০শ প্রশ্ন- সমপরিমাণ ডাইল তরকারীসহ অন্ন গ্রহণ অবিধেয় নহে। তবে বহুল পরিমাণে অন্য তরকারী গ্রহণকে কি সঠিক গ্রহণ বলা যাইতে পারে? নির্দোষ সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে বলুন?

উত্তর :- এই স্থলে ডাইল বলিতে বিভিন্ন প্রকারের বুঝায় এবং অন্য তরকারী অধিক গ্রহণ অর্থ মাছ-মাংস ইত্যাদি অধিক পরিমাণে গ্রহণ বুঝায়। আত্মীয়ের নিকট ও নিমন্ত্রণকারী দায়কের নিকট অন্যের ইচ্ছানুরূপ অথবা স্বীয় সম্পদ হইলে অধিক গ্রহণেও কোন অপরাধ হইবে না।

৩১শ প্রশ্ন- 'পাত্রের সমান করিয়া অন্ন গ্রহণ করিবে'- এই উক্তির মধ্যে কি প্রকার পাত্র সঠিক পাত্র বলিয়া গ্রহণ করা যায়? এই প্রসঙ্গে গ্রহণীয় কালিক ও অগ্রহণীয় কালিক সম্বন্ধে বলুন।

উত্তর :- এ স্থলে পাত্র বলিতে পোয়াকম চারি সের চাউল গ্রহণযোগ্য পাত্রকে ক্ষুদ্রতম পাত্র এবং পাঁচ সের গ্রহণযোগ্য পাত্রকে বৃহত্তম পাত্র বুঝায়। চাপ প্রয়োগে ভগ্ন না হইলে পাত্র অধিষ্ঠানযোগ্য হয়। এইরূপ পাত্রে যাবকালিক খাদ্য-ভোজ্য পাত্রের উপরে রাখিয়া গ্রহণ করা অনুচিত। অন্য কালিক বস্তু গ্রহণ করা উচিত। ক্ষুদ্রতর পাত্র অপেক্ষা বৃহত্তর পাত্রদ্বারা যামকালিক গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত হয়। তদুপরি অন্নের জন্য পৃথক পাত্র ও তরকারীর জন্য পৃথক বাটী ব্যবহার করা যাইতে

পারে এবং পাত্রের ঢাকনার উপর ব্যঞ্জন গ্রহণ করিলেও দোষের হয় না।

৩২শ প্রশ্ন- 'পাত্রে দৃষ্টি রাখিয়া ভোজন করিবে'- এই শিক্ষাপদের অর্থ পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করুন?

উত্তর :- ভোজনের সময় এদিক সেদিক না দেখিয়া স্বীয় পাত্রের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সংযত ইন্দ্রিয় হইয়া স্মৃতি সহকারে ভোজন করিতে হয়।

৩৩শ প্রশ্ন- 'অন্নের স্তূপ মর্দন করিয়া ভোজন করা অনুচিত'- এই শিক্ষাপদের অর্থ পরিষ্কারভাবে বলুন?

উত্তর :- অন্ন ভোজনের সময় অন্নস্তূপের মাথা হইতে অন্ন লইয়া মর্দন করিয়া ভোজন করা অনুচিত বলা হইয়াছে। পাত্রের একদিক হইতে অন্ন গ্রহণ করিয়া ভোজন করিতে হয়।

৩৪শ প্রশ্ন- অধিক পাইবার আকাঙ্ক্ষায় বা বহুল পরিমাণে গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে অন্নের দ্বারা ব্যঞ্জন আবৃত করিয়া রাখার কোন দোষ আছে কি? অথবা ইহা নির্দোষ হইলে বুঝাইয়া বলুন?

উত্তর :- নীরোগ অবস্থায় অধিক গ্রহণের অভিপ্রায়ে উত্তম খাদ্য দ্রব্য যথা- ভাল তরকারী, মাছ, মাংস ইত্যাদি অন্নের দ্বারা আবৃত করা অনুচিত। আবৃত করিলে অপরাধ হইবে। ব্যঞ্জন ছোট বড় অংশেও বিভক্ত করা অনুচিত কারণ তাহা গোপনে লুকাইয়া রাখা যায়। তবে সম্পত্তির মালিক অনুরূপভাবে লুকাইয়া রাখিলে অপরাধ হয় না বরং একার্য্য সংগত।

৩৫তম প্রশ্ন- সঠিক গ্রাসের পরিমাণ কি? অন্ন ব্যতীত অন্যান্য খাদ্যাদি পরিমাণ বড় ছোট হইলে দোষাবহ হইবে কি?

উত্তর :- ময়ূরের ডিম্ব হইতে বড় এবং মুরগীর ডিম্ব হইতে ক্ষুদ্র এই দুই-এর মধ্যস্থিত পরিমাণ অন্ন এক এক গ্রাসে ভোজন করিতে হইবে। কিন্তু ফল ও মাছ মাংসাদি অধিক বড় হইলেও অপরাধ হইবে না।

৩৬তম প্রশ্ন- মুখে গ্রাস থাকিলেও কোন অবস্থায় কথা বলা যায়? কমলালেবুর টুক্‌রা উপরে তুলিলে ধরিয়া হা করিয়া ভোজন করিলে দোষাবহ হইবে বা হইবে না?

উত্তর :- মুখে অল্পমাত্র আহার থাকিলে যদি পরিষ্কারভাবে কথা বলার কোন অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে কথা বলিতে পারিবে। গাল ফুলাইয়া আহার করিলে অপরাধ হইবে। কমলালেবু অথবা যে কোন ফল গাল ফুলাইয়া খাইলে অপরাধ হইবে না।

৩৭তম প্রশ্ন- সমস্ত হস্তের স্থলে তিনটি অঙ্গুলি মুখে প্রবেশ করাইলে অপরাধ হইবে না বলিয়া গ্রহণ করা যায় কি?

উত্তর :- পাঁচটি অঙ্গুলির মধ্যে একটিও যাহাতে মুখে প্রবেশ করান না হয়, সেইভাবে ভোজন করিতে হইবে।

৩৮তম প্রশ্ন- পাঁচ অঙ্গুলি দন্তের দ্বারা কামড়াইয়া ভোজন করিলে অথবা বানরের ন্যায় মিছ্‌রির টুক্‌রা গালে রাখিয়া ভোজন করিলে শ্রামণের অপরাধ হইবে কিনা সংক্ষেপে আলোচনা করুন?

উত্তর:- অন্ন ব্যতীত শুট্‌কীমাছ ফল অথবা মাছ মাংস কামড়াইয়া ভোজন করিলে বানরের ন্যায় মিছ্‌রির টুক্‌রা ও

ফলাদি গালে রাখিয়া ভোজন করিলে এবং ময়লা ফেলিবার সময় ভোজন করিলে শ্রামণগণের কোন অপরাধ হইবে না।

৩৯তম প্রশ্ন- 'হস্ত লেহন' শিক্ষাপদের প্রয়োজনীয় অর্থ লিখিয়া কোন সময় হস্ত লেহন করিয়া আহার করা যায় তাহা প্রদর্শন করুন?

উত্তর :- ভোজনের সময় হস্তের যে কোন অংশ লেহন করা অনুচিত। লেহন করিলে অপরাধ হইবে। তবে কোমল যাগু, মধু, গুড়, দধি ইত্যাদি হস্তের দ্বারা একত্রিত করিয়া মুখে প্রদান করিয়া আহার করা উচিত। এজন্য হস্ত মুখে প্রবেশ করাইলে বা লেহন করিলে অপরাধ হইবে না।

৪০তম প্রশ্ন- অন্নাদি খাদ্য ওষ্ঠে লাগিয়া থাকিলে জিহ্বা দ্বারা লেহন করিতে না পারিলে কি করা যুক্তিযুক্ত হইবে? অন্য কোন উপায় থাকিলে প্রদর্শন করুন?

উত্তর :- অন্নাদি ওষ্ঠের দ্বারাই গ্রহণ করিয়া মুখে প্রদান করিতে হইবে কোমল যাগু প্রভৃতি লাগিয়া থাকিলে জিহ্বা দ্বারা লেহন করিয়া ভোজন করা উচিত।

৪১তম প্রশ্ন- উচ্ছিষ্ট লাগিয়া থাকা হস্তে কোন্ সময় পাত্র গ্রহণ করা যায়?

উত্তর :- হস্তে উচ্ছিষ্ট লাগিয়া থাকিলে পাত্র ধৌত করিবার প্রত্যাশায় পাত্র ধারণ করিলেও অপরাধ হইবে না।

৪২তম প্রশ্ন- পাত্র হইতে ধৌত উচ্ছিষ্ট জল গ্রামে নিক্ষেপ করা অনুচিত হইলে, তাহা কিভাবে ত্যাগ করিতে হইবে?

উত্তর :- ময়ূরের ডিম্ব হইতে বড় এবং মুরগীর ডিম্ব হইতে ক্ষুদ্র এই দুই-এর মধ্যস্থিত পরিমাণ অন্ন এক এক গ্রাসে ভোজন করিতে হইবে। কিন্তু ফল ও মাছ মাংসাদি অধিক বড় হইলেও অপরাধ হইবে না।

৩৬তম প্রশ্ন- মুখে গ্রাস থাকিলেও কোন অবস্থায় কথা বলা যায়? কমলালেবুর টুক্‌রা উপরে তুলিলে ধরিয়া হা করিয়া ভোজন করিলে দোষাবহ হইবে বা হইবে না?

উত্তর :- মুখে অল্পমাত্র আহার থাকিলে যদি পরিষ্কারভাবে কথা বলার কোন অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে কথা বলিতে পারিবে। গাল ফুলাইয়া আহার করিলে অপরাধ হইবে। কমলালেবু অথবা যে কোন ফল গাল ফুলাইয়া খাইলে অপরাধ হইবে না।

৩৭তম প্রশ্ন- সমস্ত হস্তের স্থলে তিনটি অঙ্গুলি মুখে প্রবেশ করাইলে অপরাধ হইবে না বলিয়া গ্রহণ করা যায় কি?

উত্তর :- পাঁচটি অঙ্গুলির মধ্যে একটিও যাহাতে মুখে প্রবেশ করান না হয়, সেইভাবে ভোজন করিতে হইবে।

৩৮তম প্রশ্ন- পাঁচ অঙ্গুলি দন্তের দ্বারা কামড়াইয়া ভোজন করিলে অথবা বানরের ন্যায় মিছ্‌রির টুক্‌রা গালে রাখিয়া ভোজন করিলে শ্রামণের অপরাধ হইবে কিনা সংক্ষেপে আলোচনা করুন?

উত্তর:- অন্ন ব্যতীত শুট্‌কীমাছ ফল অথবা মাছ মাংস কামড়াইয়া ভোজন করিলে বানরের ন্যায় মিছ্‌রির টুক্‌রা ও

ফলাদি গালে রাখিয়া ভোজন করিলে এবং ময়লা ফেলিবার সময় ভোজন করিলে শ্রামণগণের কোন অপরাধ হইবে না।

৩৯তম প্রশ্ন- 'হস্ত লেহন' শিক্ষাপদের প্রয়োজনীয় অর্থ লিখিয়া কোন সময় হস্ত লেহন করিয়া আহার করা যায় তাহা প্রদর্শন করুন?

উত্তর :- ভোজনের সময় হস্তের যে কোন অংশ লেহন করা অনুচিত। লেহন করিলে অপরাধ হইবে। তবে কোমল যাগু, মধু, গুড়, দধি ইত্যাদি হস্তের দ্বারা একত্রিত করিয়া মুখে প্রদান করিয়া আহার করা উচিত। এজন্য হস্ত মুখে প্রবেশ করাইলে বা লেহন করিলে অপরাধ হইবে না।

৪০তম প্রশ্ন- অন্নাদি খাদ্য ওষ্ঠে লাগিয়া থাকিলে জিহ্বা দ্বারা লেহন করিতে না পারিলে কি করা যুক্তিযুক্ত হইবে? অন্য কোন উপায় থাকিলে প্রদর্শন করুন?

উত্তর :- অন্নাদি ওষ্ঠের দ্বারাই গ্রহণ করিয়া মুখে প্রদান করিতে হইবে কোমল যাগু প্রভৃতি লাগিয়া থাকিলে জিহ্বা দ্বারা লেহন করিয়া ভোজন করা উচিত।

৪১তম প্রশ্ন- উচ্ছিষ্ট লাগিয়া থাকা হস্তে কোন্ সময় পাত্র গ্রহণ করা যায়?

উত্তর :- হস্তে উচ্ছিষ্ট লাগিয়া থাকিলে পাত্র ধৌত করিবার প্রত্যাশায় পাত্র ধারণ করিলেও অপরাধ হইবে না।

৪২তম প্রশ্ন- পাত্র হইতে ধৌত উচ্ছিষ্ট জল গ্রামে নিক্ষেপ করা অনুচিত হইলে, তাহা কিভাবে ত্যাগ করিতে হইবে?

উত্তর :- পাত্র হইতে উচ্ছিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন গ্রহণ করিয়া এক স্থানে একত্রিত রাখিয়া জলীয় অংশটি মাত্র নিক্ষেপ করা উচিত। উচ্ছিষ্ট অন্ন-ব্যঞ্জন জলের সঙ্গে মিশাইয়া নিক্ষেপ করা বা উচ্ছিষ্ট অংশগুলি পিকদানীতে রাখা অথবা এই সমস্ত গ্রামের বাহিরে নিক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত কার্য হইবে।

৪৩তম প্রশ্ন- ছাতা বগলে রাখা ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা কি সঙ্গত? ধর্মদেশনা করিলে কি কি ধর্মদেশনা করা যায়?

উত্তর :- ছাতা শরীরের যে কোন স্থানে রাখা হউক না কেন ইহা হাতে ধরা অবস্থায় ধর্মদেশনা করা অনুচিত। হাতে ছাতা ধরা না থাকিলে কাঁধের উপর ঝুলান অবস্থায়ও ধর্মদেশনা করা যাইতে পারে। ত্রিবিধ সঙ্গায়নে ধর্মদেশনায় পালি ভাষায় অর্থকথা সহযোগে যে কোন ভাষায় ধর্মদেশনা করিলে অপরাধ হইবে না।

৪৪তম প্রশ্ন- 'দণ্ডধারীকে ধর্মদেশনা করিবে না'- এই বাক্যের মধ্যে দণ্ডের প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া হস্তে ধারণ না করিয়া গৃহাভ্যন্তরে রাখা দণ্ডের মালিককে ধর্মদেশনা করা উচিত কি অনুচিত তাহা সিদ্ধান্ত করুন?

উত্তর :- দণ্ডের প্রমাণ হইল মধ্যম চারি হাত এবং স্বাভাবিক ছয় হাত পর্যন্ত। হস্তে ধারণ না করিলে গৃহে দণ্ড থাকিলেও দণ্ডের মালিককে ধর্মদেশনা করা উচিত।

৪৫তম প্রশ্ন- ধনুধারীকে কোন্ কোন্ অবস্থায় ধর্মদেশনা করা অনুচিত? এই সব অবস্থা বিভাগ করিয়া প্রদর্শন করুন?

উত্তর :- শর যোজীত ধনুধারী, কেবলমাত্র ধনু বা শরধারী,

গুণসম্পন্ন ধনুধারী, গুণশূন্য ধনুধারী ব্যক্তিকে দাঁড়ান বা বসা অবস্থায় ধর্মদেশনা করা অনুচিত। উক্ত অবস্থায় হস্তে ধারণ না করিলে ধর্মদেশনা করা যাইতে পারে।

৪৬শ প্রশ্ন- জুতা ধারণ এবং জুতার বিশেষত্ব বর্ণনা করুন। কি অবস্থায় জুতা পরিধান করিলেও ধর্মদেশনা করা যায় তাহা প্রকাশ করুন?

উত্তর :- কাষ্ঠ নির্মিত বস্তু যাহা পায়ে দেওয়া যায় এবং পা হইতে খুলিয়া উহার উপরে অবস্থান করা যায়, তাহা জুতা নামে অভিহিত হয়। তালপত্র বা তৃণ প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যকে পাদুকা বলা হয়। আবার চামড়ার দড়ি দ্বারা প্রস্তুতকৃত বিবিধ জুতা ও পশ্চাৎ দিকে আবৃত জুতা ইত্যাদি উপাহন জুতা নামে পরিচিত। সুবর্ণ বিমণ্ডিত দুর্লভ পায়খানা, প্রস্রাবগৃহ ও মাত্র লৌহার দ্বারা প্রস্তুত জলের গৃহ এই ত্রিবিধ গৃহে জুতা পরিহিত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা যায়।

৪৭তম প্রশ্ন- 'যানে অবস্থিত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিবে না'- এই শিক্ষাপদের অর্থ পরিষ্কারভাবে বলুন?

উত্তর :- নষ্ট হইয়া ফেলিয়া রাখা গাড়ীর চাকায় কিম্বা গাড়ীর উপর অবস্থিত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা অনুচিত। এক গাড়ীতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি আরোহণ করিলে ধর্মদেশনা করা যায়।

৪৮তম প্রশ্ন- 'শয্যাগত' শিক্ষাপদকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করুন?

উত্তর :- স্বাভাবিক ভূমির বাহিরে শয্যাগত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা অনুচিত। উত্তম উচ্চাসন এবং সমান আসনে শয্যাগত হইলে শোওয়া, বসা ও দাঁড়ান অবস্থায়ও এই সব

ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা সংগত। কিন্তু বসিয়া শায়িত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা অনুচিত। আবার উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা যায়। দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে দাঁড়াইয়া ধর্মদেশনা করা সংগত; কিন্তু উপবেশন করিয়া শায়িত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা অনুচিত।

৪৯তম প্রশ্ন- 'শিরস্ত্রানধারী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিবে না'- এই শিক্ষাপদের শিক্ষণীয় বিষয় থাকিলে বলুন?

উত্তর :- যে ব্যক্তির কেশ গামছা ও টুপি প্রভৃতি দ্বারা আবৃত হওয়ার দরুন মুখমণ্ডল পরিদৃষ্ট হয় না সেই ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা অনুচিত, কিন্তু কেশ দৃষ্ট হইলে উপবেশনরত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা সংগত।

৫০তম প্রশ্ন- ভূমিতে অবস্থান করিয়া কাগজে উপবেশনরত ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা কি উচিত?

উত্তর :- ভূমিতে উপবিষ্ট ভিক্ষু বা শ্রামণের পক্ষে কাগজে, কাপড়ে বা তৃণে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করা বিধেয় নহে।

৫১তম প্রশ্ন- দণ্ডায়মান অবস্থায় উপবিষ্ট ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিবে না। এই বাক্যের পরিপ্রেক্ষিতে উপবিষ্ট মহাস্থবিরের প্রশ্নে দণ্ডায়মান কনিষ্ঠ স্থবিরের উত্তর দান করা উচিত কিনা তাহা পরিষ্কারভাবে বলুন?

উত্তর :- জ্যেষ্ঠ স্থবির উপবিষ্ট থাকিয়া ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেও কনিষ্ঠ স্থবিরের প্রশ্নোত্তর করা অনুচিত। জ্যেষ্ঠ স্থবিরকে 'দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করুন' বলাও অনুচিত। 'নিকটে

দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে বলিব' এই কথা মনে রাখিয়া উত্তর প্রদান করিলে সংগত হইবে।

৫২তম প্রশ্ন- পশ্চাতে গমনকারী পূর্বে গমনকারীকে ধর্মদেশনা করা সংগত কি অসংগত? পরিষ্কার করিয়া বলুন?

উত্তর :- পূর্বে গমনরত ব্যক্তি প্রশ্ন করিলেও পশ্চাতে গমনরত ব্যক্তির উত্তর প্রদান করা অনুচিত। নিজের পশ্চাৎ গমনকারী লোক থাকিলে 'তাহাকে উত্তর দিব' বলিয়া উত্তর দিলে সংগত হইবে। সহশিক্ষার্থী পালির কণ্ঠস্থ বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দান করা সংগত। একই সঙ্গে গমনরত ব্যক্তিকে উত্তর দানও সংগত।

৫৩তম প্রশ্ন- বিপথে গমনরত ব্যক্তি পথে গমনকারীকে ধর্মদেশনা করা অনুচিত বলা হইলেও কিভাবে সুসংগত হইবে তাহার নিয়ম পরিষ্কার করিয়া বলুন?

উত্তর :- গাড়ীর পথে, এক পথে বা রাস্তা থাকুক বা না থাকুক একসঙ্গে গমনকারীকে ধর্মদেশনা করা উচিত।

৫৪তম প্রশ্ন- হরিৎবর্ণ তৃণগুচ্ছে বাহ্য-প্রস্রাব ও থুথু ফেলা ও না ফেলার যথাযথ কারণ বলুন?

উত্তর :- তৃণদল ও তৃণসমূহ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষে মল মূত্র ত্যাগ ও থুথু ফেলা অনুচিত। বৃক্ষের ডালে বসিয়া তৃণদল ও বৃক্ষশূন্য স্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করা যায়। স্থানাভাবে, বিশেষতঃ বেগ ধারণ করিতে অক্ষম হইলে অথবা রোগ হইলে তথায় মল-মূত্র ত্যাগ করা সংগত। হরিৎ তৃণদল ও বৃক্ষশূন্য স্থানে মল-মূত্র

ত্যাগ করিতে হইলে তথায় সংযতভাবে গমন করা উচিত। ইহাতে অপরাধ হইবে না। অন্যান্য বিষয়ও তদ্রুপ।

৫৫তম প্রশ্ন- জল পানীয় ও অপানীয় এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া কি প্রকার জলে মল-মূত্র ত্যাগ করা যায় তাহা বর্ণনা করুন?

উত্তর :- বহুজনের ব্যবহৃত পাত কুয়ার জল, পুকুরের জল ইত্যাদি ব্যবহার করার উপযুক্ত জল। পায়খানা ও সমুদ্রের জল সর্বদা অব্যবহার্য্য। অব্যবহার্য্য পায়খানা ও সমুদ্রের জলে বাহ্য প্রস্রাব করা সংগত। জলাশয়ের আয়তন প্রকাণ্ড হইলে জলের মধ্যস্থলে মল-মূত্র ত্যাগ করা যাইতে পারে। স্রোত থাকিলে স্রোতে ভাসিয়া যাইবে মনে হইলে স্রোতসম্পন্ন স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করিলে অপরাধ হইবে না।

৫৬তম প্রশ্ন- আগন্তুকের আগমনকাল হইতে কতদিন পরে আবাসিকরূপে জুতাদি পরিধান করা সম্ভব হইবে?

উত্তর :- আগমন করিবার পর আগন্তুককে আবাসিকরূপে অবস্থান করিবার সুনির্দিষ্ট করিয়া দিলে, স্থান প্রাপ্তকাল হইতে জুতাদি পরিধান করিতে পারিবে।

৫৭তম প্রশ্ন- পায়খানা ব্রতে অকরণীয় ব্রতগুলি প্রদর্শন করুন?

উত্তর :- পায়খানা ব্রতে অকরণীয় বিষয়সমূহ হইল তাড়াতাড়ি পায়খানায় প্রবেশ না করা, শ্বাস বন্ধ না করিয়া মল-মূত্র ত্যাগ করা, দন্তকাষ্ঠ ত্যাগ না করা, পায়খানা ত্যাগের স্থানের বাহিরে পায়খানা না করা, প্রস্রাবের গর্তে প্রস্রাব ত্যাগ করা,

মলকাঠি পায়খানা গর্তে ত্যাগ না করা, অন্তর্বাস তুলিয়া বাহির না হওয়া, বড় বড় শব্দে জল ব্যয় না করা এবং শৌচপাত্রে জল না রাখা প্রভৃতি।

৫৮তম প্রশ্ন- কি প্রকার মলকাঠি ধারণ করার অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়?

উত্তর :- (১) ছিন্ন মলকাঠি (২) অমসৃণ মলকাঠি (৩) মলযুক্ত মলকাঠি (৪) কণ্ঠকযুক্ত মলকাঠি (৫) ছিদ্রযুক্ত মলকাঠি ও (৬) পচনযুক্ত মলকাঠি ধারণ অনুচিত।

৫৯তম প্রশ্ন- পিণ্ডাচারিক ব্রতে বিশেষভাবে ভিক্ষা না করার ছয় প্রকার গৃহের কথা উল্লেখ আছে। ইহাদের নাম করুন?

উত্তর :- বিশেষভাবে পিণ্ডাচরণ না করার ছয় প্রকার গৃহ হইল। (১) পর্ণকুটির (২) বারবনিতা বা বেশ্যার গৃহ (৩) বিধবার গৃহ (৪) বয়স্কা যুবতীর গৃহ (৫) পণ্ডক গৃহ এবং (৬) ভিক্ষুণীর বিহার।

৬০তম প্রশ্ন- চারি প্রকার আচার্য ও চারি শিষ্য নাম করুন?

উত্তর :- চারি প্রকার আচার্য। (১) প্রব্রজ্যা প্রদানকারী শরণগুণ আচার্য হিসাবে প্রব্রজ্যাচার্য। (২) উপসম্পদা দানের সময় কর্মবাক্যাচার্য নামক উপসম্পদাচার্য, (৩) লেখা পড়া শিক্ষাদানকারী আচার্য হিসাবে উদ্দেশাচার্য এবং (৪) আশ্রয় প্রদানকারী বা বসবাস করার যাবতীয় ব্যবস্থাদি কারক ও স্থানদানকারী হিসাবে আশ্রয়াচার্য।

চারি প্রকার শিষ্য- (১) শরণগুণ গ্রহণকারী প্রব্রজ্যান্তেবাসীক শিষ্য (২) উপসম্পদা দানকারী উপসম্পদান্তেবাসীক শিষ্য,

(৩) পালি শিক্ষা গ্রহণকারীর উদ্দেশ্যান্তেবাসীক শিষ্য এবং (৪) অর্থ গ্রহণকারী আশ্রয়ান্তেবাসীক শিষ্য।

প্রশ্নোত্তরে শ্রামণ-কর্তব্য সমাপ্ত

মহাস্থবির শীলবংশের উপদেশাবলী

(১) ত্রিলোকে অতুলনীয় প্রতিপক্ষ শূন্য ত্রিরত্নকে এবং পিতা-মাতা, আচার্য-উপাধ্যায় প্রভৃতিকে নির্ভুলভাবে গৌরব করিয়া বা বন্দনা করিয়া শ্রামণ বালক ও শিষ্যগণ যথাযথ মনে রাখিবার ও তাহাদিগকে অবিচ্ছিন্ন উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে নিত্য মনে রাখিবার বিষয়গুলি বলিতেছি।

(২) উচ্ছৃঙ্খলভাবে ও গণ্ডগোল করিয়া খাদ্য-পানীয় পরিভোগ করিয়া নিদ্রা গেলে কোন প্রকার উপকারে আসে না। ইহা মনে ধারণ করিয়া সর্বদা চিন্তা করিতে হইবে।

(৩) আচার্য-উপাধ্যায় ও পিতা-মাতার হিতোপদেশ সমূহ উৎসাহ ও দৃঢ়তা সহকারে পালন করিয়া চলিতে হইবে।

(৪) বুদ্ধবিম্বের বা বুদ্ধপ্রতিমূর্তির পাদদেশে ও বিহারে তৃণ ও বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইলে ইহাদিগকে পরিষ্কার করা এবং মন্দির বা বিহার সম্মার্জন করা নিত্য প্রয়োজনীয় কর্তব্য।

(৫) পানীয় জল বা ব্যবহারিক জল না থাকিলে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সকলে সুন্দরভাবে সকল পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়া রাখিবে।

(৬) প্রাতঃকালে ও দিবাভাগে আবাসস্থিত বিছানাপত্র পাটি প্রভৃতি বিছাইয়া রাখা থাকিলে তাহা সুন্দরভাবে তুলিয়া রাখিবে।

(৭) চীবর, পাত্র ও অষ্টপরিষ্কার প্রভৃতি গ্রহণ করার পর বাহিরে রৌদ্রে শুকাইতে দিবে।

(৮) আচার্য ভ্রমণ-ক্লান্ত হইয়া আসিতে দেখিলে তাড়াতাড়ি গিয়া গায়ে পরিহিত চীবর গ্রহণ করিয়া ঘর্ম মুছিয়া দিবে এবং চীবর রৌদ্রে শুকাইতে দিবে। তৎপর চীবর শুকাইলে যত্নপূর্বক ভাজ করিয়া রাখিয়া দিবে।

(৯) পানের জন্য শীতল জল প্রদান করিবে এবং হস্ত-পদ ধৌত করিবার জন্য জল প্রদান করিয়া বাহ্য-প্রস্রাবের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। যাবতীয় করণীয় কর্ম সমাপন করিয়া ব্যঞ্জনী দ্বারা বাতাস করিয়া দিবে।

(১০) শরীর ও হস্ত-পদ মর্দন করিয়া দিবে এবং যাহাতে আরাম বোধ হয় পুনঃ পুনঃ উত্তমরূপে মনযোগ সহকারে এই সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মর্দন করিয়া দিবে। যাহাতে যেনতেন প্রকারে কর্তব্য শেষ না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে।

(১১) ধীরে ধীরে গমন করিবে যেন গমনের সময় কাহারও গায়ে না লাগে, কাহাকেও ধাক্কা দিয়া গমন করিবে না।

(১২) খাদ্য-ভোজ্য প্রদানের সময় নিকটে আগমন করিয়া যুগলপদে গৌরব সহকারে খাদ্য-ভোজ্য হস্তার্পণ করিবে।

(১৩) আহারের সময় গৌরবপূর্ণ বাক্যে ভোজনের জন্য আহ্বান করিতে যেন ভুল না হয়।

(১৪) মাতা, পিতা ও গুরুর আহারের পূর্বে খাদ্য গ্রহণ করিয়া ভোজন করিবে না।

(১৫) পিতা-মাতা ও গুরুগণের আহারের পর তাঁহারা প্রস্থান করিলে অবশিষ্ট খাদ্য-ভোজ্য গ্রহণ করার ইচ্ছা হইলে তাঁহাদের

নিকট খাদ্য-ভোজ্য প্রার্থনা করিবে ও অনুমতি লইয়া ভোজন করিবে।

(১৬) অন্ন-ব্যঞ্জনের পাত্রাদি সুন্দরভাবে ধৌত করিবে ও মুছিয়া ফেলিবে যাহাতে পাত্রে কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্য লাগিয়া না থাকে তৎপর ঐ সব পাত্র নির্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া দিবে।

(১৭) বিহার ও গৃহের বিক্ষিপ্ত জিনিষপত্র যথাস্থানে যত্নপূর্বক রাখিয়া দিবে।

(১৮) যে কোন কার্য সম্পাদনান্তে গুরুজনের ডাক শুনা মাত্রই তথায় তাড়াতাড়ি গমন করিয়া কার্য সম্পাদন করিবে।

(১৯) কোন প্রয়োজনীয় কার্যে নিযুক্ত হইলে তাড়াতাড়ি গিয়া কার্য সম্পাদন করিয়া দিবে।

(২০) বিশেষ প্রয়োজন হইলে গুরুর অনুমতি লইয়া স্থান ত্যাগ করিবে।

(২১) পিতৃ-মাতৃ দর্শনে গ্রামে গমন করিলে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিবে।

(২২) বিহারে বা গৃহে কেহ রোগাক্রান্ত হইলে যথাযথ যত্নপূর্বক ঔষধপথ্যাদি প্রদানে সুচিকিৎসা করাইবে ও রোগীর সেবা করিবে।

(২৩) একসঙ্গে বাস করিলে ভালবাসা ও মৈত্রী সহকারে শ্রামণ-ভিক্ষুগণের সঙ্গে কনিষ্ঠ-জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় আচরণ করিবে এবং গুরুকে পিতৃজ্ঞানে সগৌরবে সম্মান করিবে।

(২৪) বয়োজ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভিক্ষুকে এবং বর্ষাবাস অনুসারে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠকে শ্রদ্ধা ও গৌরব করিবে।

(২৫) প্রধান ভিক্ষু আহ্বান করিলে গৌরবের সহিত গমন করিয়া 'আপনি, আমি' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিবে ও করজোড়ে বাক্যালাপ করিয়া ফিরিয়া আসিবে।

(২৬) ধর্মদেশনার সময় বাক্য সংযত করিবে এবং যাহা তাহা করিয়া তির্যক বাক্য ব্যবহার করিবে না।

(২৭) দানীয় সামগ্রী আনিত হইলে তাহা যথাযোগ্যক্রমে বিভাগ করিয়া যাহার যেই অংশ প্রাপ্য তাহাকে সেই অংশ প্রদান করিবে।

(২৮) আগন্তুক দর্শন করিলে তাড়াতাড়ি ঔষধ পথ্য ও অগ্নি প্রস্তুত করিবে।

(২৯) 'আমি যাই ও তুমি থাক' বলিয়া তর্ক-বিতর্ক করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিও না।

(৩০) সর্বদা প্রস্তুত থাকিয়া গুরুর নিকট গমন করিবে এবং জ্ঞানপিপাসু হইয়া থাকিবে।

(৩১) ভিক্ষুসংঘ আগমন করিলে তাড়াতাড়ি উপস্থিত হইয়া শিক্ষাপদ অনুযায়ী বিছানাপত্রাদি বিছাইয়া দিবে।

(৩২) ভিক্ষু-পরিষদ বিহারে অবস্থান করিলে সর্বদা তাঁহাদের সঙ্গে থাকিবে।

(৩৩) অন্য রাষ্ট্র বা গ্রামে গমন করিবার সময় চীবর রূম করিয়া সংযতভাবে গমন করিবে ও অবস্থান করিবে।

(৩৪) কেহ আহ্বান না করিলে চঞ্চলতা বর্জন করিয়া সংযতভাবে স্বীয় আবাসে অবস্থান করিবে।

(৩৫) গুরুজনের সম্মুখে সংযত থাকিবে। তাঁহারা চলিয়া গেলেও কোন চঞ্চলতা প্রকাশ করিবে না।

(৩৬) গণ্ডগোল ও কোলাহল করিয়া এবং উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলাফেরা করিবে না।

(৩৭) অন্য লোকে কিছু মন্দ বলিলেও তাহা সহ্য করিবে এবং তাহাকে যাহা তাহা অভদ্র ভাষায় গালিগালাজ করিবে না।

(৩৮) কেহ ঝগ্‌ড়া করিতে চাহিলে সহিষ্ণুতার সহিত উপেক্ষা করিবে এবং 'মারিবে কি' বলিয়া অঙ্গভঙ্গি করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিবে না।

(৩৯) স্নেহের সহিত গৌরব করিয়া রাজা-প্রজা ও ধনী-দরিদ্রে প্রভেদ না রাখিয়া সমভাব শিক্ষা করিয়া বিহারবাসী প্রত্যেকের সহিত এক পিতৃ-মাতৃ সন্তান সদৃশ ব্যবহার করিয়া বিহারে অবস্থান করিবে।

(৪০) অগৌরবে চীবর ধারণ করিবে না এবং যেখানে সেখানে চীবর বা ব্যবহার্য জিনিষ ফেলিয়া রাখিবে না বা ব্যবহার করিবে না।

(৪১) ব্যক্তিগতভাবে কোন কাজে নিযুক্ত হইলে উত্তমরূপে দেখিয়া শুনিয়া যতদূর সম্ভব মান-অভিমান পরিত্যাগ করিয়া সমভাবে সকলকে সেবা করিবে।

(৪২) গুরুর বাসস্থানে ও বোধি-অঙ্গনে কার্য উদ্দেশ্যে ঘুরাফিরা করিলেও এই সব স্থানের অমনোনীত জায়গায় অবস্থান করিবে না।

(৪৩) সম্মুখে গণ্ডগোল করিয়া, হাঁটু ও হস্ত উচ্চ করিয়া সচকিতভাবে বসিয়া ও জঙ্ঘা পর্যন্ত সর্ব শরীর অত্যুক্ত করিয়া অবস্থান করা অনুচিত।

(৪৪) ক্ষুদ্র শ্রামণগণ কর্তৃক অন্যত্র রাখা পানীয় জল বা ব্যবহারে অনুপযুক্ত পৃথক করিয়া রাখা জল এবং বিহারের ব্যবহৃত জল পান করা অসংগত।

(৪৫) আর্য ভিক্ষুসংঘ, শ্রামণগণ, ক্ষুদ্র শ্রামণ ও শিষ্যগণ গণ্ডগোল না করিয়া, সংঘের সহিত কোন প্রকার বিবাদ না করিয়া সগৌরবে অথচ ভীত চিত্তে বাস করিবেন।

(৪৬) উচ্ছৃঙ্খলভাবে ডাকাডাকি না করিয়া নম্র, শ্রুতিমধুর ও গৌরবযুক্ত ভাষায় বাক্যালাপ করিয়া শান্তভাবে অবস্থান করিবে।

(৪৭) অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করিয়া বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘগুণসমূহ উৎসাহের সহিত স্মরণ করিবে।

(৪৮) প্রত্যহ পাঠ্য বিষয় সমূহ যথা গাথা ও সূত্রাদি পাঠ করিবে। 'আমার গুরু আমাকে এ সব শিক্ষা করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন'- এইরূপ চিন্তা করিয়া এই পাঠ বিশুদ্ধভাবে আবৃতি ও শিক্ষা করিবে।

(৪৯) পাঠের সময় একবার অধ্যয়ন করা, একবার পাঠ বন্ধ করা, পাঠ্য বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করা, পাঠের মধ্যে কথা বলা এবং এদিক সেদিক করিতে করিতে হাস্য করা অনুচিত।

(৫০) কথা বন্ধ করার পর পরস্পর পৃথকভাবে উপবেশন করিয়া স্বীয় পাঠ শিক্ষা করিবে। স্বীয় পাঠ অধীত হইলে বসিয়া না থাকিয়া পাঠ্য বিষয়সমূহ লিখিবে।

(৫১) শ্রামণগণ কর্ণালঙ্কার ধারণ, কেশ সহ কেশ পশ্চাতে ঘুরাইয়া বেণী বন্ধন, শ্বেত পাগ্‌ড়ি বন্ধন, কর্ণ ফুল ধারণ, খোপায় ফুল ধারণ, সুগন্ধি লেপন, মনোরমভাবে সজ্জিত হইয়া উৎসব করণ এবং স্বর্ণ-রৌপ্য ধারণ ইত্যাদি পরিত্যাগ করিবে।

(৫২) কাঠালের রং করা চীবর ব্যতীত সৌন্দর্য্য প্রতিপাদনার্থ মনোরম ও উত্তম সূক্ষ্ম চীবর এবং অত্যধিক ময়লাযুক্ত দুর্বল ও ছেঁড়া চীবর পরিধান করা অনুচিত।

(৫৩) বুদ্ধ ভাষিত দশশীল ও শ্রামণ-কর্তব্য শিক্ষা করিয়া প্রতিপালন করিবে।

(৫৪) অবিচ্ছিন্ন শব্দে ও একসুরে পাঠ্য বিষয় পাঠ করিবে ও কণ্ঠস্থ করিবে। নিত্য স্মরণ রাখিবে যে দিবারাত্র যথাযথভাবে এবং পরিষ্কারভাবে পাঠ শিক্ষা করিতে হইবে।

(৫৫) লিখা শিক্ষা করার সময় সঠিক ও সুন্দরভাবে বর্ণ সমূহ লিখিবে যেন একটি বর্ণও বাদ না যায়। সযতনে লেখা শিক্ষা করিলে হস্তাক্ষর সুন্দর হয়।

(৫৬) নিঃশব্দে পাঠ শিক্ষা করা উত্তম। বড় শব্দ করিয়া পাঠ করিলে বিহারে গণ্ডগোল হইতে পারে। বিহারে যেন গণ্ডগোল না হয় এভাবে দিবারাত্র বিনিদ্রভাবে অবিরাম পাঠ শিক্ষা করাই উত্তম।

(৫৭) আলস্য না করিয়া উৎসাহের সহিত স্মৃতি ও মনযোগ সহকারে গভীর রাত্র পর্যন্ত অধ্যয়ন করিলে পাঠ শিক্ষা ভাল হয়।

(৫৮) ভিক্ষু-শ্রামণ বা বালকগণ শিক্ষণীয় ও পাঠ বিষয়সমূহ শিক্ষা না করিয়া আলস্যপরায়ণ হইয়া হাস্য-পরিহাস্যে যাহা তাহা করিয়া সময় অতিবাহিত করিবে না।

(৫৯) পঞ্চশীল বুদ্ধ মুখনিঃসৃত বাণী। ইহা সর্বদা ধারণ ও পালন করা কর্তব্য।

(৬০) বহুশ্রুত জ্ঞান লাভ করিতে হইতে উপদেশাবলী ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ উত্তমরূপে শিক্ষা কর।

(৬১) তৎপর অবিরাম এভাবে চেষ্টা করিলে বিদ্যালয় হইতে চলিয়া গেলেও পরে বহুশ্রুতি জ্ঞান জন্মে।

(৬২) বিদ্যা ও জ্ঞান বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন হইতে শ্রেষ্ঠতর।

(৬৩) এই সকল উপদেশ বাণী মনে রাখিলে, বালুকা দণ্ডকর্ম ও জল দণ্ডকর্ম ভোগে মন বিচলিত না করিলে এবং 'লাভ করিব' এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া শিক্ষা করিলে তোমরা রাজপদ হইতে শ্রেষ্ঠপদ লাভ করিবে।

(৬৪) বর্তমান বুদ্ধ শাসনে মনুষ্যরূপে জন্ম ধারণ বহুবার অতীত হইয়াছে।

(৬৫) সাধারণ লোক হইতে শ্রামণধর্ম আগমন শ্রেষ্ঠ লাভ বটে, কিন্তু শ্রামণ হইতে ভিক্ষুসংঘে প্রবেশের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনাতীত।

(৬৬) এই শ্রেষ্ঠত্ব যে কত মহান ও উচ্চ তাহা জ্ঞাত হইয়া সময় সদ্ব্যবহার করিলে প্রতিপদক্ষেপে তদনুরূপ আচরণ করা সম্ভবপর হয়।

(৬৭) মানবগণ উচ্চতর তুষিতস্বর্গ পর্যন্ত নিত্য গমন করিতেছে।

(৬৮) মাতা-পিতা ও গুরুর গুণ পরিত্যাগ না করিয়া শোধ প্রদান করার চেষ্টা করা কর্তব্য।

(৬৯) পিতা-মাতার করণীয় হইল প্রথম বয়সে শৈশবকালে স্বীয় পুত্রগণকে উপযুক্ত গুরুর নিকট বিদ্যা শিক্ষার জন্য প্রেরণ করা যাহাতে তাহারা শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ যথাযথ শিক্ষা লাভ করিতে পারে ও মনে রাখিতে পারে।

(৭০) গুরুর নিকট যাবতীয় শিক্ষণীয় বিষয় উৎসাহের সহিত উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে।

(৭১) শুধু কথাবর্তা বলিয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে হাস্য-কৌতুক করিয়া দিনাতিপাত করিবে না।

(৭২) গুরুর ডাক শুনিলে তাড়াতাড়ি উপস্থিত হইবে।

(৭৩) তোমার সহপাঠি ছোট ও দুর্বল হইলে তুমি শক্তিতে বড় বলিয়া শক্তির জোরে যাহা তাহা করিও না।

(৭৪) কোন সময় জল আনয়ন করিবার জন্য গমন করিলে খেলাধূলা করিয়া সময় অতিবাহিত করিবে না।

(৭৫) খেলাধূলা করিয়া করিয়া জল আনয়ন করিতে বিলম্ব হইলে গুরু তাহা অবগত হইলে নিশ্চয়ই বালুকা বা জল দণ্ডকর্ম প্রদান করিবেন। তাহা তোমাদের পরিভোগ করিতে হইবে।

(৭৬) পিতৃ-মাতৃ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে অবনত মস্তকে পঞ্চাঙ্গ বন্দনা করার পর গুরুর অনুমতি লইয়া গমন করিবে।

(৭৭) গুরুকে না বলিয়া কোথাও গমন করিলে ফিরিয়া আসার পর প্রহার লাভ করিবে ও কটুবাক্য শুনিতে হইবে এবং তোমরা অত্যন্ত অবাধ্য পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে।

(৭৮) পিতা-মাতা জ্ঞান ও বিদ্যা লাভের জন্য পুত্রকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করাইয়া দেন। পুত্র বিদ্যা শিক্ষা না করিয়া আলস্যে দিন অতিবাহিত করে। একদিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকিলে আর একদিন অনুপস্থিত থাকে। কথা বলিলে কর্ণপাত করে না, সর্বদা গোলমাল করিয়া সময় নষ্ট করে। এজন্য প্রহৃত হইলে যাহা তাহা বলে। এইরূপ আচরণ করিলে তোমরা অবাধ্য ও দুর্বিনীত পুত্র নামে অভিহিত হইবে।

(৭৯) গুরুশ্রেষ্ঠ শীলবংশ মহাস্থবিরের হিত-উপদেশাবলী গাথা বা কবিতারূপে গ্রহণ না করিয়া মৌখিক উপদেশ মনে করিলে বহু ক্ষুদ্র শ্রামণের উপকারে আসিবে। এইজন্য সজ্ঞানে লিখিত বিষয়গুলি উত্তমরূপে মনে রাখিতে প্রার্থনা করিতেছি।

শীলবংশ মহাস্থবিরের উপদেশ সমাপ্ত

দৈনিক চরিত্র সংগ্রহ

ত্রিভবের একমাত্র গতি অনুত্তর ধর্মরাজকে নমস্কার করিয়া দৈনিক চরিত্র সংগ্রহ সংক্ষেপে প্রকাশ করিব।

(১) অজর, অমর ও অমৃতময় নির্বাণ লাভেচ্ছু সুগত শাসনে আগত কুলপুত্র বা ভিক্ষু-শ্রামণ অরুণোদয় হইবার পূর্বে নিদ্রা হইতে উঠিয়া দন্তকাষ্ঠ মার্জনাদি সকল শরীরকৃত্য বা বাহ্য-প্রস্রাবাদি সমাপন কার্য শিক্ষা করা কর্তব্য। উক্ত নিয়ম অনুসরণ করিয়া সুন্দররূপে বস্ত্র পরিধান করিয়া উত্তরাসঙ্গ একাংশ করিয়া পরিবেন বা বিহার সম্মার্জন করিবে এবং পানীয় জল ও হস্ত-পদ ধৌত করিবার জল উপস্থাপন করিয়া বিবেকস্থানে বা ভাবনাগৃহে বসিয়া স্বীয় শীল অবলোকন করিয়া বিবেক ব্রত পূর্ণ করিবে।

(২) শত সহস্র হস্তী, ঘোটকী, রথ এবং সহস্র মণিকুণ্ডল বিভূষিতা কন্যা দান করিলে ফল হয়, বুদ্ধ বন্দনার জন্য এক পদক্ষেপের ফলের ষোড়শ কলার এক কলা মাত্রও নহে। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বুদ্ধ পূজার উক্ত ফল লাভ করিয়া থাকেন।

(৩) ব্রত বা নিয়ম পূর্ণ না হইলে শীল পূর্ণ হয় না। দুঃশীল ও দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দুঃখ হইতে পরিমুক্ত হয় না।

(৪) এইরূপ বচন হইতে সার সংগ্রহকারী ব্রত পূর্ণ করতঃ শীল পূর্ণ করেন। সেই শীল পূর্ণ করিলে দুঃখ হইতে মুক্ত হইবে তথা সকল সংসার দুঃখ হইতে মুক্তি লাভের জন্য শীল পূরণকারী কর্তৃক সম্মার্জনাদি ব্রত পূরণ করা কর্তব্য। অত্যাজ্য মৈত্রী কর্মস্থান ভাবনাকারীর অন্য করণীয় কর্তব্য আছে ইহা

যোনিশ সম্প্রযুক্ত জ্ঞানে চিন্তা করিয়া প্রব্রজিত কর্তৃক বারংবার প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য। উচ্চ-নীচ ভূমিতে গমনরত সুপূরিত জলপাত্র পূর্ণ শকটের ন্যায় শান্তেন্দ্রিয়, শান্তচিত্ত ও নিশ্চল ব্যক্তিগণ যুগমাত্র বা চারি হাতের মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া চৈতাঙ্গনের নিকটে উপস্থিত হইয়া পদ ধৌত করিবে এবং সম্মার্জনী গ্রহণ করিয়া ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হওয়ার ন্যায় সমাদরে চৈতাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া মাহালা বা ভিত্তি সম্মার্জন করিবে; নানা দিকে অবলোকন না করিয়া এবং কাহারও সঙ্গে আলাপ না করিয়া ভগবানের নয়টি গুণ স্মরণ করিতে করিতে পুষ্পাদি পূজার সামগ্রী থাকিলে পূজা করিবে এবং চৈত্য বা মন্দির তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া মহৎ চৈত্য হইলে ষোড়শস্থানে এবং ক্ষুদ্র চৈত্য হইলে অষ্টস্থানে অবস্থান করিয়া বন্দনা করিবে।

(৫) উক্ত নিয়মে মহাবোধিতেও উপস্থিত হইয়া এক এক তালা সম্মার্জন করিয়া বোধিমূলে জল সিঞ্চন করিয়া নানাদিকে অবলোকন না করিয়া নয়টি 'অরহং' আদি বুদ্ধগুণ অনুস্মরণ করতঃ তাদৃশ লোকনাথের উপকারক এই বোধিবৃক্ষে বুদ্ধগুণ দর্শন বা আরোপ করিবে এবং ভগবানের প্রতি কর্তব্য ও আদর সমাপন করিয়া পূজার উপকরণ থাকিলে পূজা করিবে এবং উক্ত নিয়মে প্রদক্ষিণ করিয়া ষোড়শ বা অষ্টস্থানে থাকিয়া বন্দনা করিবে। অতঃপর ভগবান কর্তৃক বৃদ্ধ (জ্যেষ্ঠ) ব্যক্তিকে অভিবাদন, প্রত্যুপস্থান, অঞ্জলিকর্ম ও সমীচিনকর্ম করিতে আদিষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া বৃদ্ধ সব্রহ্মচারীকে বন্দনা করিয়া প্রতিপত্তি পূরণ করিবে।

(৬) অভিবাদনকারী এবং বৃদ্ধদের নিত্য সম্মানকারী ব্যক্তির চারিটি ধর্ম যথা,- আয়ু, বর্ণ, সুখ ও বল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

(৭) উক্ত চারি আনিশংসই লাভ করিবে এইরূপ মনে করিয়া প্রথমেই ভদন্তকে বন্দনা করিবে। তৎপর উভয় পদ সমভাবে রাখিয়া ঋজুভাবে থাকিয়া চিন্তা করিবে 'ঈদৃশ চতুর্পরিশুদ্ধ শীলে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানী, অল্পেচ্ছুক, সন্তুষ্ট ও রাগ, দ্বেষ ও মোহ ছেদনকারী পরম পুণ্যক্ষেত্রভূত ও মহাপুণ্যবান ব্যক্তিকে দর্শন ও বন্দনা করা উত্তম। এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রীতি উৎপন্ন করিবে ও সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া বৃদ্ধ ভিক্ষুদের পদ বন্দনা করিবে। প্রেম ও গৌরবের সহিত উভয় হস্ত দ্বারা পদধূলি গ্রহণ করিয়া পদ বন্দনা করা কর্তব্য। উক্ত নিয়মে বন্দনাকারী কর্তৃক আচার্য-উপাধ্যায় ও বৃদ্ধ সব্রহ্মচারীর প্রতি ব্রত পূরণ করিয়া তিথি, বার, নক্ষত্র ও বুদ্ধবর্ষ গণনা করিয়া যদি যাগু অবশিষ্ট থাকে তাহা হইলে ভোজন শালায় প্রবেশ করিবে।

(৮) ত্রিমল শোধন গুণ অত্যাগী ও অপ্রমত্ত ভিক্ষুগণের খাদ্য বস্তুতে লোলুপতা আনয়ন করা অকর্তব্য।

(৯) উক্ত উপদেশ মনোনিবেশকারী খাদ্য বস্তু ও চতুর্প্রত্যয়ে লোভ উৎপাদন না করিয়া সম্প্রাপ্ত আসনে উপবেশন করিয়া সুন্দররূপে যাগু প্রতিগ্রহণ করিয়া রতনত্রয়কে পূজা করিবে। প্রথমে অশুচি আকারে তদনন্তর 'পটিসংখা যোনিসো' ইত্যাদি নিয়মে প্রত্যবেক্ষণ করিয়া যাগু পান করিবে। তৎপর পাত্র, জলপাত্র ভোজনশালায় পূরণ করিবার ব্রত বিনয় স্কন্ধের নিয়মে পূরণ করা কর্তব্য।

(১০) যাহার শীল সুনির্মল তাঁহার প্রব্রজ্যা সফল হয় ও পাত্র চীবর ধারণ উপযুক্ত হয়।

(১১) উক্ত উপদেশ মনোনিবেশ সহকারে পাত্র চীবর গ্রহণ করিয়া স্মৃতি সহকারে কর্মস্থান ভাবনা করিয়া গ্রামে প্রবেশকালে আচার্য উপাধ্যায়গণের নাতিদূরে নাতিসন্নে অবস্থান করিবে। চীবর রূম করিবার স্থান সম্মার্জন করিয়া আচার্য্যের চীরব পরিধান করা হইলে তাঁহাকে পাত্র প্রদান করিবে। উক্ত নিয়মে সুন্দররূপে অন্তর্বাস পরিধান ও চীবর পারুপণ করিয়া আচার্য্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে। স্ত্রী, পুরুষ ও হস্তী অশ্বাদি অবলোকন না করিয়া পিণ্ডাচরণ ব্রত পালন করিবে। গ্রাম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে আচার্য্যের পাত্র চীবর প্রতিগ্রহণ করিয়া কর্মস্থান ভাবনা করিতে করিতে বিহারে প্রবেশ করিবে। তৎপর আসন পর্য্যাপ্ত বা বিস্তার করিয়া পাদোদক পদ ধৌত করিবার ও পদ স্থাপন করিবার আসন স্থাপন করিয়া ব্যঞ্জন কর্ম, পানীয় ও সরবত প্রদান ও দন্ত কাষ্ঠ দানাদি সকল ব্রত সমাপন করতঃ পাত্রলব্ধ আহার হইতে কিছু আহার আচার্যকে দান করিয়া শয়নাসন প্রত্যবেক্ষণ করিয়া তথায় বসিবে। উক্ত নিয়মে গ্রাসে গ্রাসে প্রত্যবেক্ষণ করিয়া আহারকৃত্য সমাপন করিবে। আহারকৃত্য সমাপন করিয়া, আচার্য-উপাধ্যায়ের প্রতি প্রতিপাল্য ব্রত পূরণ করিয়া বিবেকস্থানে বসিয়া প্রত্যবেক্ষণ করিয়া স্বীয় শীল অবলোকন করিবে। তদনন্তর গ্রন্থধূর হইলে গ্রন্থ পাঠ ও শিক্ষাকার্যে এবং বিদর্শনধূর হইলে ধ্যানকার্যে নিযুক্ত থাকিবে। এই প্রকারে সূর্যাস্ত পর্যন্ত একাগ্রভাবে কাজ করা কর্তব্য।

(১২) অতঃপর ভারপ্রাপ্ত হইয়া বা পালার নিয়মে কায়িক সেবা শুশ্রুষা করিবে, অগ্নি উপস্থাপন করিবে, দীপ জ্বালাইবে এবং ধর্মাসন পর্যাপ্ত করিবে। পূর্বে উক্ত নিয়মে চৈত্যাঙ্গন, বোধি অঙ্গন সম্মার্জন করিবে এবং আচার্য্য-উপাধ্যায় ও সব্রহ্মচারীর প্রতি ব্রতপূরণ করিয়া ধর্ম শ্রবণ করিবে ও পরিত্রাণ পাঠ করিবে। জিজ্ঞাসা করার প্রশ্ন থাকিলে আচার্য-উপাধ্যায়গণকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া নিজের নির্দিষ্ট শয়নাসনে গমন করিয়া স্বীয় পাঠ্য বিষয় অধ্যয়ন করিবে। ধর্ম অধ্যয়নকারী অধ্যয়নে প্রথম যাম ক্ষেপন করিয়া চতুর্বিধ রক্ষা ভাবনা করিয়া পশ্চিম যামে বা শেষ রাত্রে নিদ্রা হইতে উঠিবে। সম্প্রজ্ঞান বা চেতনাযুক্ত হইয়া পূর্ববর্তী বা মধ্যম যামে নিদ্রা যাইয়া যথানিয়মে চীবর পরিধান করতঃ উঠিয়া অতীত প্রত্যবেক্ষণ, চতুঃরক্ষা রতন ও মৈত্রী সূত্রাদি পাঠ করিয়া পূর্বোক্ত সকল বিষয়াদি সম্পাদন করিবে। দিবসে দুইবার মৈত্রী পরিত্রাণ, অষ্টসংবেগ বস্তু, অশুভস্মৃতি, মরণস্মৃতি, দশধর্ম সূত্র পাঠ করিবে। মনুষ্যত্ব দুর্লভতর মনে পোষণ করিয়া ছন্দ বা দোষ এবং অগতিগমন পরিত্যাগ করিয়া দৃষ্ট দোষে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া মৈত্রীবাক্য ও কর্ম পূরণ করিবে। 'যে ভিক্ষু ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন ও সমীচিন প্রতিপন্ন হইয়া অবস্থান করেন তিনি অনুধর্মচারী তথাগতকে সৎকার করেন, আদর করেন, মান্য করেন এবং পরমার্থ পূজা দ্বারা পূজা করেন।' ভগবানের এই উপদেশ মনোনিবেশ করিয়া সম্যক সম্বুদ্ধকে প্রতিপত্তি দ্বারা পূজা করিয়া কথিত দৈনিক চর্যা পূর্ণ

করিবে। দৈনিক চর্যা পূর্ণ করার সংকল্পকারী, জিজ্ঞাসিত হইয়া ও তুষ্ণীভাব অবলম্বনকারী, রোগ বা যেকোন অসুখ বশতঃ অপূরণকারী, চৈত্যাঙ্গনে বালুকা বিস্তীর্ণকারী, দণ্ডকর্মে করনে ও সর্বদা একত্রীভূত অবস্থানকারী, সন্তুষ্টচিত্তে দৈনিক চর্যা প্রশংসাকারী চীবর সেলাই বা রঞ্জনকারী পাত্রে রং দেওয়াদি ক্ষুদ্র-বৃহৎ কর্তব্য কুশলকারী, ঋজুচিত্ত ও সুবাচ্যসম্পন্ন ব্যক্তি পা-মুছনি তুল্য কামনা বাসনা বিরহিত চিত্তে চতুর্বিধ প্রত্যয়ের প্রতি লোভ না করিয়া, দ্বাদশ পরিষ্কার হইতে অধিক গ্রহণ না করিয়া, সৎলঘুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া শান্তেন্দ্রিয় ও সন্তুষ্ট চিত্তে, করুণা ও প্রজ্ঞা সমন্বিত হইয়া, কায়গর্ব ও বাচিগর্ব না দেখাইয়া, নম্রভাবে থাকিয়া, অল্পমাত্রও পাপ না করিব এবং এইরূপ শীল প্রতিপত্তি পূজা লৌকিক ও লোকোত্তর সুখ সম্পাদন করিবে।

দৈনিক চরিত্র সংগ্রহ সমাপ্ত

কুলদুষক কর্ম

যে সমস্ত কর্ম করিলে শ্রামণ বা ভিক্ষুর প্রতি দায়কের শ্রদ্ধা নষ্ট হয় তাহাই কুলদূষক কর্ম। ইহারা একবিংশতি প্রকারের, যথা- (১) বেণুদান, (২) পাত্রদান, (৩) পুষ্পদান, (৪) ফলদান, (৫) দন্তকাষ্ঠ দান, (৬) পানীয় দান, (৭) উদক দান, (৮) চূর্ণদান, (৯) মৃত্তিকা দান, (১০) চাটুবাক্য ব্যবহার বা খোসামোদ করা, (১২) সত্যের আবরণে মিথ্যা কথন, (১২) সন্তানদের আদর প্রদানে তাহাদের পিতামাতার মনোরঞ্জন করা (১৩) কাহারও সামান্য কাজের জন্য এখানে ওখানে গমন করা (১৪) চিকিৎসা করা (১৫) দৌতকর্ম (১৬) কোথাও পাঠাইলে যাওয়া (১৭) প্রতি পিণ্ডদান (ভিক্ষু বা শ্রামণ লব্ধ আহার হইতে গৃহীর মন আকর্ষণের জন্য পরিবারস্থ বালক বালিকাদের কিঞ্চিৎ দেওয়া) (১৮) যে দান দেয় তাহাকে পুনঃ দান দেওয়া (১৯) বাস্তু বিদ্যা (২০) নক্ষত্র বিদ্যা (২১) অঙ্গ বিদ্যা, এই সমস্ত উপায়ে যে কোন ব্যক্তির সন্তোষ বিধান অকর্তব্য। উক্ত যে কোন কার্য দ্বারাও জীবন যাপন অকর্তব্য। কুলদোষাদি উৎপন্ন প্রত্যয় পরিত্যাজ্য অর্থাৎ যে কর্ম দ্বারা ভিক্ষু শ্রামণ কুল দোষে দূষিত হয়, তাদৃশ প্রত্যয় পরিত্যাগ করিবে।

❀❀❀ **শ্রামণ-কর্তব্য সমাপ্ত** ❀❀❀